চল্লিশ হাদীস

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

ফুলতলী পাবলিকেশন্স

চল্লিশ হাদীস

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

প্রকাশনায় ঃ
ফুলতলী পাবলিকেশন্স
ফুলতলী ছাহেব বাড়ী
জকিগন্জ,সিলেট

প্রকাশক ঃ
গুফরান আহমদ চৌধুরী
ভাইস-প্রিন্সিপাল
স্কুল অব একসেলেন্স, সিলেট

স্বত্ব ঃ
লেখক

প্রচ্ছদ ঃ
উহুদ পাহাড়

প্রকাশকাল ঃ
১৩ মার্চ-২০১২ ইংরেজী
৩০ ফাল্গুন-১৪১৮ বাংলা
১৯ রবিউস সানি-১৪৩৩ হিজরী

হাদিয়া ঃ ৭৫/- (পঁচাত্তর টাকা)

চল্লিশ হাদীস

সূচী পত্র

ক্রমিক	বিষয়	ছহিহ বুখারীর যে অধ্যায় হইতে হাদীস উদ্ধৃত	পৃষ্ঠা
১	জুমার দিন গোসলের গুরুত্ব	بخاری–کتاب الجمعه	৭
২	জামাতে নামাযের ফজিলত	بخاری–کتاب الاذان	৭
৩	নামাযে কাতার সোজা করা জরুরী	بخاری–کتاب الاذان	৭
৪	নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হয়	بخاری–کتاب مواقیت الصلوة وَفَضْلِهَا	৮
৫	শয়তানের গিরা	بخاری–کتاب التَّهجد	৮
৬	ইসলামের বুনিয়াদ	بخاری–کتاب الایمان	৯
৭	বিধবা ও মিসকিনকে সাহায্য করার ফজিলত	بخاری–کتاب الادب	১০
৮	সূরা ফাতেহার মরতবা	بخاری–کتاب التفسیر	১০
৯	আমিন বলার ফজিলত	بخاری–کتاب التفسیر	১১
১০	সূরা এখলাছের ফজিলত	بخاری–کتاب فضائل القران	১২
১১	মুয়াযযিনের মর্যাদা	بخاری–کتاب الاذان	১২
১২	যিকিরের ফজিলত	بخاری–کتاب الدعوات	১৩
১৩	সায়্যিদুল ইস্তেগফার	بخاری–کتاب الدعوات	১৩
১৪	তাহলিলের ফজিলত	بخاری–کتاب الدعوات	১৪
১৫	জান্নাতের শুভ সংবাদ	بخاری–کتاب المناقب	১৫
১৬	জান্নাতের আশা	بخاری–کتاب الرقاق	১৯
১৭	নেক ইরাদার ফল	بخاری–کتاب الرقاق	১৯
১৮	উত্তম আকাঙ্খা	بخاری–کتاب الرقاق	২০
১৯	ঘুমাইবার পূর্বে দু'আ	بخاری–کتاب الدعوات	২১
২০	সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন	بخاری–کتاب التعبیر	২২
২১	স্বপ্নে রাসূল (সা.) এর দিদার লাভ	بخاری–کتاب التعبیر	২২

ক্রমিক	বিষয়	ছহিহ বুখারীর যে অধ্যায় হইতে হাদীস উদ্ধৃত	পৃষ্ঠা
২২	সাহাবাগণের মর্যাদা	بخاری–کتاب المناقب	২৩
২৩	সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবিয়ীনের মর্যাদা	بخاری–کتاب الرقاق	২৩
২৪	দু'আ কবুল হওয়ার জন্য জরুরী	بخاری–کتاب الدعوات	২৪
২৫	এতীম প্রতিপালনের সুফল	بخاری –کتاب الادب	২৪
২৬	নিম্ন স্তরের মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত	بخاری–کتاب الرقاق	২৪
২৭	এমন হও যেমন একজন অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফির	بخاری–کتاب الرقاق	২৫
২৮	অন্ধ ব্যক্তির ধৈর্যধারণের সুফল	بخاری–کتاب المرضی	২৬
২৯	মধুর উপকারিতা	بخاری–کتاب الطب	২৬
৩০	মায়ের হক	بخاری–کتاب الادب	২৭
৩১	বৃক্ষ রূপণের ফজিলত	بخاری– ابواب الحرث.	২৭
৩২	বৃদ্ধের মনে দুনিয়ার মোহ	بخاری–کتاب الرقاق	২৮
৩৩	ক্ষুদ্র অপরাধ হইতে দূরে থাকা	بخاری–کتاب الرقاق	২৮
৩৪	যবান, মেহমান ও প্রতিবেশীর হক	بخاری–کتاب الادب	২৯
৩৫	আজওয়া খেজুরের গুণ	بخاری–کتاب الطب	২৯
৩৬	জুতা পরার নিয়ম	بخاری–کتاب اللّبَاس	৩০
৩৭	প্রকৃত ধনবান ব্যক্তি	بخاری–کتاب الرقاق	৩০
৩৮	সায়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সম্পদ	بخاری–کتاب الرقاق	৩০
৩৯	আমানতের জিম্মাদারের ছওয়ার	بخاری- کتاب الزکوة	৩১
৪০	হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার শান	بخاری–کتاب المناقب	৩২

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُنْشِى الْخَلْقِ مِنْ عَدَمٍ + ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلٰى الْمُخْتَارِ فِى الْقِدَمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ لْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ .

قصيدۂ بردہ

ভূমিকা

যে সকল বুজুর্গানে কেরাম যুগে যুগে اربعين বা চল্লিশ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁরা ছিলেন তাকওয়া ও রূহানী শক্তিতে বলিয়ান। তাদের অক্রর ছিল ইল্ম তাকওয়া রূহানিয়তে সঞ্জিবীত।

পবিত্র হাদিস শরীফের প্রতিটি শব্দ, হরকত ও সঠিক অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে যতটুকু সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করে আমি বাংলা অনুবাদ কর্ম শেষ করেছি। এখনও এমন অনেক লোক জীবিত আছেন, যারা দীর্ঘকাল খালিছ নিয়তে ইল্মে হাদীসের খেদমত করেছেন এবং পবিত্র ইল্মে হাদিসের সাথে জাহিরী ও বাতিনী সম্পর্ক তাদের রয়েছে। এই সকল বুজুর্গানে কেরামের নিকট আমার গুজারিশ যদি আপনাদের নিরীক্ষণ দৃষ্টিতে হাদিস শরীফের শব্দ অর্থ ও হরকতের মধ্যে কোন ভূল ধরা পড়ে তবে আমাকে অবিহিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করব।

আমার মত স্বল্পজ্ঞানী, শুষ্ক হৃদয় ব্যক্তির পক্ষে এমন একটি কর্ম সম্পাদন করা সমীচীন কি না এ বিষয়ে চিক্রা ভাবনায় ছিলাম।

সে ভাবনা শেষ হল যেদিন আমার মা দুনিয়ার সরাইখানা ত্যাগ করে পর পারে চলে গেলেন। আমার মায়ের জীবনের শেষ রাতে কুয়াশা সিক্ত বালাই হাওরে অগণিত লোক সমবেত হয়েছিল। কুয়াশা সিক্ত বালাই হাওর আরোও সিক্ত হয়েছিল ভক্তজনের তপ্তনীরে, জানাযার পর "মা" যাদেরে শৈশবকালে কোলে তুলে স্নেহ মমতার বাঁধনে বেধে রেখেছিলেন তাদের সাথে আমিও জানাযার খাটিয়া খানা কাঁধে তুলে নিলাম। কোন অশরিরী আত্না যেন আমার কাঁধে ফরিয়াদ করতেছিল-

محبت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے

প্রেম প্রীতি ভালবাসার একটি জানাযা আজ পরপারের পথ অতিক্রম করছে। দাফন শেষ হলে কবরের পাশে দাড়িয়ে আল্লামা ইকবালের দু'ছত্র কবিতা পাঠ করলাম-

خاک مرقد پہ تری فریاد لیکر اونگا

اب دعاء نیم شب میں کس کو میں یاد اونگا

মা তোমার কবর পাশে দাড়িয়ে আমি ফরিয়াদ করব। মা তুমি বল এখন আর এ দুনিয়াতে আমার কে আছে যে,গভীর রাত্রে আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করবে ?

মনে মনে ভাবলাম এত লোক সমবেত হয়েছিল আমার মা'কে বিদায় দিতে ; কিন্তু কেউ তো সঙ্গে গেলনা এমনকি আমিও না। নিঃস্বঙ্গ অবস্থায় তিনি শুয়ে রইলেন মাটির বিছানায়। জানি হাশরের দিন পর্যন্ত তিনি এক দুর্গম পথ অতিক্রম করবেন। চল্লিশ বছরের সংসার বিরাগী নির্জন বাসের ফসল তিনি ভোগ করবেন।

মায়ের দাফন শেষ করে মসজিদের উত্তর পাশে আমার ওয়ালিদ মুহতারাম (রহ.)-এর কবর জিয়ারত করলাম। কি অপরূপ দৃশ্য! সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত মাটির ঘরে তিনি আরাম করছেন। কবরের আবরণ কুয়াশা ভিজা ঘাস, আমার পাশে দাড়িয়ে থাকা ছোট ছোট এতিমদের সজল নয়ন, রাত জাগা মুসাফির দূরের আকাশের তাঁরা, নিঝুম নিরালা গোরস্থানের বৃক্ষ শাখে কুকিলের ডাক, কুল গাছের নিচে অবস্থিত আমার মায়ের শূন্য হুজরা, আমার "বালাই হাওরের কান্না" উপন্যাসের অসহায় মানুষগুলির আকুল কান্না হৃদয়ের কানে শ্রবণ করলাম, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলাম। আমার পোড়া নয়নের জল বার বার মুছতে মুছতে ঘরে ফিরলাম। জানি এ ঘরতো ঘর নয়। ইচ্ছা অনিচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে। তবুও যতদিন আছি পরপারের জন্য কিছু সংগ্রহ করি। কে যেন কানে কানে বলল তোমার ইহ-পরকালের ঠাঁই তোমার অনাগত অন্ধকার পথের আলোক বর্তিকা রহমতুল্লিল আলামীনের (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের) পবিত্র কিছু হাদিস সংকলিত কর।

ব্যতিত হৃদয়ে কম্পিত হাতে কলম ধরে মা ও বাবার ইছালে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে চল্লিশ হাদীসের একখানা পুস্ড়ক সংকলন করলাম।

পরিশিষ্ট শিরোনামে চল্লিশ হাদীস পুস্ড়কের সাথে আমার লিখিত বিবিধ পুস্ড়ক থেকে কয়েকটি অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে।

ইতি-

মোঃ ইমাদ উদ্দিন (ফুলতলী)

জুমার দিন গোসলের গুরুত্ব

١ . عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

(بخارى–كتاب الجمعه)

১.

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত- তিনি বলিয়াছেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের কাহারও নিকট যখন জুমআর দিন উপস্থিত হইবে, তখন তোমরা অবশ্যই গোসল করিবে।

জামাতে নামাযের ফজিলত

٢·عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً ·

(بخارى–كتاب الاذان)

২.

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ জামাতের সহিত পড়া নামায একাকী পড়া নামাজ অপেক্ষা সাতাশ গুণ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।

নামাযের কাতার সোজা করা জরুরী

٣.عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ.

(بخارى–كتاب الاذان)

৩.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ তোমরা সকলে নামাযের কাতার সমূহ সোজা করিয়া লইবে। কেননা কাতার সোজা করা সঠিক ভাবে নামায কায়েম করারই অংশবিশেষ।

নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হয়

٤- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يومٍ خَمْسًا مَا تَقُوْلُ ذَالِكَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهٖ قَالُوْا لَا يُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئًا قَالَ ذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهَا الْخَطَا يَا- (بخارى– كتاب مواقيت الصلوة وَفَضْلِهَا)

৪.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, তোমরা কি মনে কর যদি কাহারও ঘরের দরজায় কোন নহর থাকে এবং তাহাতে সে প্রত্যেক দিন পাঁচবার করিয়া গোসল করে তবে ইহা কি তাহার শরীরে কোন ময়লা থাকিতে দিবে? সাহাবাগণ বলিলেন, না তাহার দেহে কোন ময়লাই থাকিতে দিবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টাক্রও ঠিক এইরূপ। আল্লাহ তা'আলা উহার সাহায্যে যাবতীয় গুনাহ-খাতা মিটাইয়া দেন।

শয়তানের গিরা

٥ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلٰثُ عُقَدٍ يَضْرِبُ عِنْدَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْ قُدْ فَاِنِ سْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰه اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ اِنْحَلَّتْ عُقدَةٌ فَاِنْ صَلَّى اِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ- (بخارى– كتاب التهجد)

৫.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নিদ্রিত ব্যক্তির মাথার পিছন দিকে শয়তান তিনটি গিরা লাগায় আর প্রত্যেকটি গিরা দেওয়ার সময় বলে عَلَيْكَ لَيْل طَوِيْل فَارْقَدْ 'রাত্রি এখনো অনেক বাকি আছে তুমি নিদ্রামগ্ন থাক'। যদি ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তবে একটি গিরা খুলিয়া যায়। অতঃপর সে যদি অযূ করে তবে তার আর একটি গিরা খুলিয়া যায়। তারপর যদি সে নামায পড়ে তবে অবশিষ্ট গিরাটিও খুলিয়া যায়। তখন পুলকিত চিত্তে তার প্রভাত হয়। নতুবা কলুষিত অলস অবস্থায় তার প্রভাত হয়।

ইসলামের বুনিয়াদ

٦- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَ الْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

(بخارى-كتاب الايمان)

৬.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ ইসলামের ভিত রচিত হইয়াছে পাঁচটি বিষয়ের উপর ১. এই স্বাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল ২. নামায কায়েম করা ৩. যাকাত দান করা ৪. হজ্জ করা ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা।

বিধবা ও মিসকিনকে সাহায্য করার ফজিলত

٧- عَنْ صَفْوَانَ بِنْ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَالَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ-

(بخارى- كتاب الادب)

৭.

হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ বিধবা ও মিসকিনদের সাহায্য সহায়তাকারীর সাওয়াব ঐ ব্যক্তির সমান যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং যে ব্যক্তি প্রতিদিন রোজা রাখে এবং প্রতি রাত্রে নামায পড়িয়া কাটায়।

সূরা ফাতেহার মরতবা

٨-عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فَدَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ اُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّى فَقَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّ سُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِىْ لَاُعَلِمَنَّكَ سُوْرَةً هِىَ اَعْظَمُ السُّوَرِ فِى الْقُرْآنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ اَلَمْ تَقُلْ لَاُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِىَ اَعْظَمُ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنَ .قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْم اَلَّذِىْ اُوْتِيْتُهٗ.

(بخارى -كتاب التفسير)

৮.

হযরত আবু সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামায আদায় করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি তাঁহার জবাব দিলাম না। তারপর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামায পড়িতেছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ কি বলেন নাই- اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ

"আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখনই তোমাদের আহবান করেন"। অতঃপর বলিলেন, তোমাকে আমি অবশ্যই শিক্ষা দিব এমন একটি সূরা যে সূরা কুরআন শরীফের মধ্যে সবচেয়ে অধিক মর্যাদাশীল। তারপর আমার হাত ধরিলেন। যখন মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার ইরাদা করিলেন, আমি নিবেদন করিলাম (ইয়া রাসূলাল্লাহ) আপনি কি বলেন নাই যে আমাকে এমন সূরা শিক্ষা দিবেন যে সূরা কুরআন শরীফের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন,

এই সূরা- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن

ইহা হইল اَلْقُرْآنُ الْعَظِيْم السَّبْعُ الْمَثَانِى

এবং যা আমাকে দান করা হইয়াছে।

"আমীন" বলার ফজিলত

৯-عَن اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

(بخارى -كتاب التفسير)

৯.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যখন ইমাম বলেন

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِّيْنَ

তখন তোমরা বল اٰمِيْنَ যে ব্যক্তির আমিন বলা ফেরেশতার আমিনের সহিত মিলিয়া যাইবে তাহার অতীত গোনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

সূরা এখলাছের ফজিলত

১০- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهٖ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَءَا ثُلُثَ الْقُرْآنَ فِى لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْ اَيُّنَا يُطِيْقُ ذَالِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهُ اَلْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآن.

(بخارى-كتاب فضائل القران)

১০.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- একদিন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বলিলেন, "তোমাদের কেউ রাত্রে এক তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াত করিতে কি অক্ষম? সকলেই ইহা কঠিন মনে করিলেন এবং বলিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে আছে যে এই কাজ করিতে পারিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলিলেন, আল্লাহুল ওয়াহিদুস সামাদ অর্থাৎ 'সুরা এখলাস' এক তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান।

মুয়াযযিনের মর্যাদা

১১-عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَسْمَعُ مَدَىٰ صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَّلَااِنْسٌ وَلَا شَئٌ اِلَّا شَهِدَ لَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ.

(بخارى-كتاب الاذان)

১১.

হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত- তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: মুয়ায্‌যিনের আওয়াজ যতদূর পৌঁছায়, সে পর্যন্ত যে জিন, মানুষ ও বস্তুই উহার আওয়াজ শুনিতে পায়, সে কিয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষ্য দিবে।

যিকিরের ফজিলত

١٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِىْ لَا يَذْكُرُ رَبَّهٗ مَثَلُ الحَىِّ وَالْمَيِّتِ ـ

(بخارى–كتاب الدعوات)

১২.

হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত-তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে লোক আল্লাহর যিকির করে এবং যে লোক আল্লাহর যিকির করে না দুই জনের উপমা, জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মত।

সায়্যিদুল ইস্তেগফার

١٣- شدَّادُ ابْنُ اَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ يَّقُوْلَ الْعَبْدُ ـ
اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ
عَلَىَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ
قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِىَ
فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ
اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

(بخارى -كتاب الدعوات)

১৩.

হযরত শাদ্দাদ ইব্‌নে আওস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ "সায়্যিদুল ইস্তেগফার" তথা সকল প্রকার ইস্তেগফারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্তেগ্‌ফার এই, বান্দা বলিবে-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ
عَلَىَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

তরজমা-

হে আল্লাহ! তুমি আমার রব, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ, আমি তোমার বান্দা। আমি যথাসম্ভব তোমার নিকট প্রদত্ত ওয়াদার উপর সুদৃঢ় থাকিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার কৃত কর্মের মন্দ ফল হইতে তোমার নিকট পানাহ চাহিতেছি। আমি যে তোমার নেয়ামত রাশি ভোগ করিতেছি তাহা স্বীকার করিতেছি এবং আমার গুনাহকে স্বীকার করিতেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। অপরাধ ক্ষমাকারী তুমি ভিন্ন কেহ নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনের বেলা এই ইস্তেগফার একীনের সহিত পড়িবে এবং এই দিনের সন্ধ্যা হইবার পূর্বে মারা যাইবে সে বেহেশতবাসী হইবে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা তাহা পড়িবে এবং ঐ রাত্রে ভোর হইবার পূর্বে মারা যাইবে সে বেহেশতবাসী হইবে

তাহলিলের ফজিলত

١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمٍ مِاَةَ مَرَّةٍ كَانَ لَهٗ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَ
لَهٗ مِاَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِاَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ
يَوْمَهٗ ذَالِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ اِلَّا رَجُلٌ
عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ ـ

(بخارى- كتاب الدعوات)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে একশত বার এই যিকির করিবে-

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْر

তার জন্য রহিয়াছে দশটি ক্রীতদাস আজাদ করার সমান সওয়াব। আর একশত নেকি তাহার জন্য লিখা হইবে এবং তাহার একশত গোনাহ মুছিয়া দেওয়া হইবে। ইহার দ্বারা সারা দিন শয়তান হইতে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা হইবে। কোন ব্যক্তি তাহার অপেক্ষায় উত্তম আমলকারী গণ্য হইতে পারিবে না, অবশ্য যদি কেউ এই যিকির তার চেয়ে বেশী করে।

জান্নাতের শুভ সংবাদ

১৫- عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ اَخبَرَنِى اَبُوْ مُوْسٰى الاَشْعَرِى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ تَوَضَّأَ فِى بَيْتِهٖ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلتُ لَاَلْزَمَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاَكُوْنَنَّ مَعَهٗ يَوْمِىْ هٰذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّٰى اللّٰهُ قَالُوْا خَرَجَ وَوَجَّهَ هٰهُنَا فَخَرَجْتُ عَلٰى اَثَرِهٖ اَسْأَلُ. عَنْهُ حَتّٰى دَخَلَ بِئْرَ اَرِيْسَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ حَتّٰى قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ حَاجَتَهٗ فَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى بِئْرِ اَرِيْسَ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِى الْبِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ فَقُلْتُ لَاَكُوْنَنَّ بَوَّابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليَوْمَ

فَجَاءَ اَبُوْبَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ ابُوْبَكْرٍ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَذَا اَبُوْبَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اِئْذَنْ لَهٗ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى قُلْتُ لِاَ بِى بَكْرٍ اُدْخُلْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهٗ فِى الْقُفِّ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ اَخِى يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِىْ فَقُلْتُ اِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ يُرِيْدُ اَخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهٖ

فَاِذَا اِنسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَن هَذَا فَقَالَ عَمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ بنُ الخَطَّاب يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ اِئْذَنْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بَالجَنَّةِ فَجِئْتُ وَقُلْتُ اُدْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهٖ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ اِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهٖ فَجَاءَ اِنسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ وَجِئْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهٗ فَقَالَ اِئْذَنْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهٗ فَجِئْتُهٗ فَقُلْتُ لَهٗ اُدْخُلْ وَ بَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وِجَاهَهٗ مِنَ الشِّقِّ الاٰخَرِ

(بخارى– كتاب المناقب)

১৫.

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করিয়াছেন, একদিন তিনি অযু করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। (আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আন্হু বলেন) আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, সমস্ড় দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া কাটাইব। বর্ণনাকারী বলেন, এই মনোভাব নিয়া তিনি মসজিদে উপস্থিত হইলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। উপস্থিত লোকগণ বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ হইতে বাহির হইয়া এই দিকে গিয়াছেন। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লহু আন্হু বলেন, তখন আমি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া তাহাদের প্রদর্শিত দিকে অগ্রসর হইলাম এবং লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বী'রে আরীস নামীয় কুপস্থিত বাগানে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া খোঁজ পাইলাম। আমি তথায় যাইয়া কুপের প্রবেশ দরজায় বসিয়া থাকিলাম। দরজা ছিল খেজুর গাছের শাখার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিতরে প্রয়োজনীয় কর্ম শেষ করিয়া অযু করিলেন, তখন আমি তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। দেখিতে পাইলাম তিনি ঐ কুপের কিনারায় বসিয়া আছেন এবং পায়ের গোছা উম্মুক্ত করতঃ পা দুইখানা কুপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করিলাম এবং পুণরায় দরজার নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম আজ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দারোয়ান হইয়া থাকিব।

কিছুক্ষণের মধ্যে আবু বকর (রা.) উপস্থিত হইলেন এবং দরজা ধাক্কা দিলেন। ভিতর হইতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি তাহার নাম বলিলেন। আমি বলিলাম একটু অপেক্ষা করুন। অতঃপর আমি হযরতের নিকট যাইয়া বলিলাম, আবু বকর অনুমতি চাহিতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে বেহেশত লাভের সুসংবাদও দান কর।

আমি আসিয়া আবু বকর (রা.) কে বলিলাম, ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে বেহেশত লাভের সুসংবাদ

জানাইতেছেন। আবু বকর (রা.) প্রবেশ করিলেন এবং হযরতের সঙ্গে তাহার ডান পার্শ্বে কুপের কিনারায় বসিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় পা দুইখানা কুপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন। আবু মুসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজে বাহির হইয়াছিলাম তখন আমার ভ্রাতাকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম তিনি অযু করিতেছেন এবং আমার ভ্রাতা সম্পর্কে ভাবিতে থাকিলাম যে যদি তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট সৌভাগ্যশীল হইয়া থাকেন তবে এখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এই স্থানে উপস্থিত করিবেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি দরজা নাড়া দিলেন। আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন, "আমি ওমর ইবনে খাত্তাব"। আমি তাহাকে বলিলাম আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, "ওমর অনুমতি চাহিতেছেন"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তাহাকে অনুমতি দাও এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ দান কর। আমি ওমর (রা.) কে প্রবেশের অনুমতি এবং বেহেশত লাভের সুসংবাদ দিলাম। তিনি প্রবেশ করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম পাশে কুপের কিনারায় বসিলেন এবং পা দুইখানা কুপের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলেন।

এখন আমি দরজায় বসিয়া আমার ভাই সম্পর্কে পূর্বের ন্যায় ভাবিতে লাগিলাম। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া দরজায় নাড়া দিলেন। আমি পরিচয় জিজ্ঞেস করিলাম, তিনি বলিলেন, "আমি উসমান বিন আফফান।" আমি বলিলাম, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং উসমানের সংবাদ জানাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, প্রবেশের অনুমতি দাও এবং বেহেশত সুসংবাদ দান কর। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দাও যে তিনি বালা মুছিবতের সম্মুখীন হইবেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া ওসমান (রা.) কে প্রবেশের অনুমতি ও বেহেশত লাভের সুসংবাদ শুনাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মুছিবতেরও সংবাদ জ্ঞাত করিলাম।

অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কুপের পার্শ্বে বসিবার স্থান নেই তাই তিনি হযরতের বরাবর বসিলেন।

জান্নাতের আশা

١٦.عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ.

(بخارى–كتاب الرقاق)

১৬.

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি দুইটি বস্তুর হেফাজতের যিম্মাদার হইবে আমি তাহার জন্য বেহেশতের যিম্মাদার হইব। ১. উভয় চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান (অর্থাৎ জবান) ২. দুই রানের মধ্যবর্তী স্থান (অর্থাৎ লজ্জাস্থান)।

নেক ইরাদার ফল

١٧- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ قَالَ اِنَّ اللّٰه تَعَالٰى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّاٰتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَالِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِمِأَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

(بخارى–كتاب الرقاق)

১৭.

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা হইতে বর্ণিত- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলা হইতে (হাদীসে কুদসী রূপে) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ভাল ও মন্দ নির্ধারণ করিয়াছেন অতঃপর তাহা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন । কোন ব্যক্তি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করিয়া

তাহা কার্যে পরিণত করিতে না পারিলেও আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য একটি নেক আমলের সাওয়াব লিখিয়া দেন। আর যদি নেক কাজের ইরাদা করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য ঐ একটি নেক আমলের সাওয়াব দশ হইতে সাতশত গুন বরং আরও অনেক গুন পর্যন্ত লিখিয়া রাখেন। পক্ষান্তরে কেহ কোন গোনাহের কাজের ইরাদা করিয়া তাহা কার্যে পরিণত না করিলে তাহার জন্য পূর্ণ একটি নেক আমলের সাওয়াব লিখিয়া রাখেন। আর যদি তাহা কার্যে পরিণত করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য মাত্র একটি গোনাহ লিখিয়া রাখেন।

উত্তম আকাঙ্ক্ষা

١٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاحَسَدَ اِلَّا فِى اِثْنَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهٗ فَقَالَ لَيْتَنِى اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَااُوْتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَايَعْمَلُ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِى الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِىْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَااُوْتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

(بخارى– كتاب الرقاق)

১৮.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ দুনিয়াতে দুইটি বিষয়েই হিংসা করা যায়। একটি হইল আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়াছেন এবং এই ব্যক্তি দিবা রাত্র কুরআন তিলাওয়াত করিয়া থাকে। তাহার তিলাওয়াত শুনিয়া তাহার প্রতিবেশী আগ্রহ পোষণ করিয়া বলিয়া থাকে যে, হায়! যদি ঐ ব্যক্তির ন্যায় আমাকেও (কুরআনের দৌলত) দান করা হইত এবং আমিও তাহার মত আমল করিতে পারিতাম। দ্বিতীয়টি হইল- আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে ধন দৌলত দান করিয়াছেন এবং সে উহা সঠিক পথে খরচ করে। তাহাকে দেখিয়া অন্য লোক আকাঙ্ক্ষা করে যে, তাহার ন্যায় ধন

দৌলত যদি আমাকেও দেওয়া হইত আর আমিও তাহার মতো আমল করিতে পারিতাম।

ঘুমাইবার পূর্বে দু'আ

١٩۔ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا أَوَى اِلٰى فِرَاشِهِ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ ۔ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجهِىْ اِلَيكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى اَلْفِطْرَةِ ۔

(بخارى– كتاب الدعوات)

১৯.

হযরত বারা ইব্নে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় যাইতেন ডান কাতে আরাম ফরমাইতেন তারপর বলিতেন,

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجهِىْ اِلَيكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

তরজমা-

হে আল্লাহ! আমি আমাকে তোমার নিকট সোপর্দ করিয়া দিলাম, আমার চেহারা (লক্ষ্য) তোমার প্রতি নিবদ্ধ করিলাম। আমার সবকিছু তোমার হাওয়ালা করিলাম। আমি তোমারই উপর নির্ভর করিলাম। তোমার দানের প্রতি আমি লালায়িত এবং তোমার ভয়েই আমি ভীত। তোমার প্রতি ধাবিত হওয়া ছাড়া (তোমার আযাব হইতে উদ্ধার পাইবার) আমার কোন উপায় নাই, কোন আশ্রয় নাই। আমি তোমার প্রেরিত কিতাবের উপর এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ কোন ব্যক্তি এই বাক্যগুলো পড়িয়া শয়নের পর যদি ঐ রাত্রে মৃত্যুবরণ করে তবে ঈমান ও ইসলামের উপর তাহার মৃত্যু হইবে।

সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন

٢٠۔ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ فَلْيَتَوَعَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ فَاِنَّهَا لَاتَضُرُّهُ۔

(بخارى– كتاب التعبير)

২০.

হযরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ সুস্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে আর দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি দুঃস্বপ্ন দেখিবে সে শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে এবং বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলিবে । তখন ইহা তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের দিদার লাভ

٢١۔ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰنِىْ فِىْ الْمَنَامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِىْ ۔

(بخارى– كتاب التعبير)

২১.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ যে ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায়

আমাকে স্বপ্নে দেখিবে অচিরেই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখিতে পারিবে। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না।

সাহাবাগণের মর্যাদা

٢٢-عَنْ اَبِى سَعِيْدِ ِ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَابَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهٗ-

(بخارى–كتاب المناقب)

২২.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন- আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করিও না। যদি তোমাদের কেহ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ খরচ করে (আল্লাহর রাস্তায় ছদকা করে) তবে তাহাদের এক মুদ বা তার অর্ধেকেরও সমপরিমাণ হইবে না।

সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনের মর্যাদা

٢٣-عَن عَبْدِاللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيرُالنَّاسِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهٗ وَيَمِيْنُهٗ شَهَادَتَهٗ.

(بخارى– كتاب الرقاق)

২৩.

হযরত আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফমাইয়াছেন ঃ মানব সমাজের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ। অতঃপর ইহার পরবর্তী যুগ, তারপর ইহাদের পরবর্তী

যুগ। অতঃপর এমন সম্প্রদায় আসিবে যাহারা কখনও সাক্ষ্য দান করিয়া কসম খাইবে। কখনও কসম খাইয়া সাক্ষ্য দান করিবে।

দু'আ কবুল হওয়ার জন্য জরুরী

٢٤-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُستَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ.

(بخارى– كتاب الدعوات)

২৪.

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের যে কাহারো দু'আ কবূল হইবে যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়া করে আর বলে, আমি দু'আ করিলাম অথচ আমার দু'আ কবূল করা হইল না।

এতীম প্রতিপালনের সুফল

٢٥-عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْه عَنِ النَّبِىِّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِىْ الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَةِ وَالْوُسْطٰى.

(بخارى– كتاب الادب)

২৫.

হযরত সাহ্ল ইব্নে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাত মুবারকের তর্জনী ও মধ্যমা (দ্বিতীয় ও তৃতীয়) আঙ্গুল মিলিত ভাবে দেখাইয়া বলিয়াছেন ঃ আমি এবং এতীমের লালন-পালনকারী বেহেশতে এই রূপে থাকিব।

নিম্ন স্তরের মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত

٢٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ-

(بخارى-كتاب الرقاق)

২৬.

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নিজের অপেক্ষা অধিক ধন সম্পদের অধিকারী বা উন্নত দেহের অধিকারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তখন সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন স্তরের মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।

এমন হও যেমন একজন অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফির

٢٧ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبَىَّ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيٰوتِكَ لِمَوْتِكَ .

(بخارى–كتاب الرقاق)

২৭.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উভয় কাঁধ ধরিয়া বলিলেন, দুনিয়ার জীবনে তুমি এমন হও যেমন তুমি অপরিচিত অথবা তুমি যেন একজন পথ অতিক্রমকারী।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হুমা বলিতেন, আজিকার দিনের বিকাল বেলায় আশা পোষণ করিও না যে তুমি আগামীকাল ভোরে জীবিত থাকিবে এবং সকাল বেলায় এই আশা পোষণ করিও না যে বিকাল বেলা তুমি জীবিত থাকিবে।

আর অসুস্থতার সময়ের জন্য সুস্থ অবস্থাকে (ইবাদত-বন্দেগীর জন্য) কাজে লাগাও এবং জীবনকে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাজে লাগাও। (অর্থাৎ- সুস্থ থাকাকালে এবাদত বন্দেগী বেশী পরিমাণ কর এই ভাবিয়া যে অসুস্থতায় তাহা করিতে পারিবে না এবং জিন্দেগী থাকিতে ঐ আমল কর যাহা মৃত্যুর পর কাজে আসিবে।)

অন্ধ ব্যক্তির ধৈর্যধারণের সুফল

٢٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهٗ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ .

(بخارى– كتاب المرضى)

২৮.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তা'আলা ফরমাইয়াছেন, আমি যদি আমার কোন বান্দার প্রিয় দুইটি জিনিস তথা তাহার দুই চক্ষুকে বিপদে পতিত করি (অর্থাৎ সে অন্ধ হইয়া যায়) এবং সে এই বিপদে সবর করে তবে তাহার চক্ষুদ্বয়ের বিনিময়ে আমি তাহাকে বেহেশত দান করিয়া থাকি।

মধুর উপকারিতা

٢٩-عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَخِىْ يَشْتَكِىْ بَطْنُهٗ فَقَالَ اِسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اِسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اِسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ اِسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَبَرَأَ.

(بخارى –كتاب الطب)

২৯.

হযরত আবু সাঈদ খুদ্রী রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিল, আমার ভাইয়ের পেটের পীড়া হইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তাহাকে মধু পান করাও। (সে মধু পান করাইল কিন্তু পীড়া আরোগ্য হইল না)। সে দ্বিতীয়বার আসিল। এই বারও রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তাহাকে মধু পান করাও। সে তৃতীয়বার আসিলে রাসূলুল্লাহু

সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তাহাকে মধু পান করাও। সে আবার আসিয়া বলিল, মধু পান করাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা সত্য বলিয়াছেন কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যারোপ করিতেছে, আবার তাহাকে মধু পান করাও। এইবার মধূ পান করাইলে সে ভাল হইয়া গেল।

মায়ের হক

٣٠۔ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِیْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ۔

(بخاری–کتاب الادب)

৩০.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সদ্ব্যবহার পাইবার বেশী অধিকারী কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তোমার মাতা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল তারপর কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তোমার মাতা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল তারপর কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তোমার মাতা। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল তারপর কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তোমার পিতা।

বৃক্ষ রোপণের ফজিলত

٣١.عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلِمٍ یَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ یَزْرَعُ زَرْعًا فَیَأْكُلُ مِنْهُ طَیْرٌ اَوْاِنْسَانٌ اَو بَهِیْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَة.

(بخاری–ابواب الحرث)

৩১.

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেনঃ কোন মুসলমান বৃক্ষ রোপণ করিল বা বপণ করিল, অতঃপর উহা হইতে কোন পাখী বা মানুষ বা পশু খাইল তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি উহার দ্বারা ছদকার ছাওয়াব পাইবে।

বৃদ্ধের মনে দুনিয়ার মোহ

٣٢۔ اَنَّ اَبَا هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ لَایَزَالُ قَلْبُ الْكَبِیْرِ شَابًّا فِی اِثْنَیْنِ فِی حُبِّ الدُّنْیَا وَطُوْلِ الْاَمَلِ۔

(بخاری–کتاب الرقاق)

৩২.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলিতে শুনিয়াছিঃ বৃদ্ধের অক্রুরে দুইটি বিষয়ে যুবক থাকে। একটি হইল দুনিয়ার ভালবাসা আর দ্বিতীয়টি হইল দীর্ঘ আশা।

ক্ষুদ্র অপরাধ হইতে দূরে থাকা

٣٣۔ عَنْ اَنَسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالًا هِیَ اَدَقُّ فِی اَعْیُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ اِنْ كُنَّا نَعُدُّ عَلٰی عَهْدِالنَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ۔

(بخاری–کتاب الرقاق)

৩৩.

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আন্হু বলিয়াছেন, তোমরা এমন অনেক কাজ করিয়া থাক যেগুলি তোমাদের দৃষ্টিতে চুল অপেক্ষা অধিক সুক্ষ, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় আমরা ঐগুলোকে ধ্বংসকারী (গুনাহ) বলিয়া গণ্য করিতাম।

যবান, মেহমান ও প্রতিবেশীর হক

٣٤- عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْیُكْرِمْ ضَیْفَهُ وَمَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا یُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْیَقُلْ خَیْرًا اَوْ لِیَصْمُتْ۔

(بخاری -كتاب الادب)

৩৪.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখিয়া থাকে সে যেন ভাল কথা বলে নতুবা চুপ থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখিয়া থাকে সে যেন তাহার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখিয়া থাকে সে যেন মেহমানকে সমাদর করে।

আজওয়া খেজুরের গুণ

٣٥- عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا یَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ یَضُرُّهُ ذَالِكَ الْیَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ۔

(بخاری-كتاب الطب)

৩৫.

হযরত আমির ইবনে সা'দ বলেন, আমি সা'দকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলিতে শুনিয়াছেন, তিনি ফরমাইয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভোরে সাতটি আজওয়া খেজুর খাইবে ঐ দিন কোন প্রকার বিষ বা যাদু তাহার ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

জুতা পরার নিয়ম

٣٦-عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اِنْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْیَبْدَ أْ بِالْیَمِیْنِ وَاِذَا نَزَعَ فَلْیَبْدَ أْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْیُمْنٰی اَوَّلَا هُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرًا هُمَا تُنْزَعُ۔

(بخاری-كتاب اللّبَاس)

৩৬.

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: যখন তোমাদের কেউ জুতা পরিধান করিবে তখন ডান পা হইতে আরম্ভ করিবে এবং খুলিবার সময় বাম পা হইতে আরম্ভ করিবে। ডান পা জুতা পরার সময় প্রথমে হইবে এবং খোলার সময় শেষে হইবে।

প্রকৃত ধনবান ব্যক্তি

٣٧ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه قَالَ لَیْسَ الْغِنٰی عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الغِنٰی غِنَی النَّفْسِ.

(بخاری-كتاب الرقاق)

৩৭.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত- হযরত নবী সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, সম্পত্তির আধিক্য প্রকৃত ধনাঢ্যতা নয়। অক্রুরের ধনাঢ্যতাই প্রকৃত ধনাঢ্যতা।

সায়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার সম্পদ

٣٨. قَالَ اَبُوْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِیْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّ نِیْ اَنْ لَا یَمُرَّ عَلَیَّ ثَلاثُ لَیَالٍ وَعِنْدِی مِنْهُ شَیْئٌ اِلَّا شَیْءٌ اُرْصِدُهُ لِدَیْنٍ.

(بخاری -كتاب الرقاق)

৩৮.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও যদি আমি লাভ করি তবে নিশ্চয় আমি ইহাতে আনন্দিত হইব যে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পুর্বেই যেন তাহার কোন অংশ আমার নিকট সঞ্চিত না থাকে; অবশ্য শুধু ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ব্যতিত।

আমানতের যিম্মাদারের ছওয়ার

٣٩. عَنْ اَبِى مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُعْطِىْ مَااُمِرَ بِهٖ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهٖ نَفْسُهٗ اِلٰى الَّذِىْ اُمِرَ لَهٗ بِهٖ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ .

(بخارى–كتاب الزكوة)

৩৯.

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হইতে বর্ণিত- হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, বিশ্বস্ত মুসলিম যিম্মাদার যে নির্দেশ অনুযায়ী আনন্দ চিত্তে আদিষ্ট পরিমাণ পরিপূর্ণভাবে ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া থাকে যাহাকে প্রদান করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তিও একজন দানশীল রূপে গণ্য হইবে।

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হার শান

٤٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِىْ كَاَنَّ مَشْيَتُهَا مَشْىُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْحَبًا بِاِبْنَتِىْ ثُمَّ اَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهٖ اَوعَنْ شِمَالِهٖ ثُمَّ اَسَرَّ اِلَيْهَا حَدِيْثًا فَبَكَتْ فُقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِيْنَ ثُمَّ اَسَرَّ اِلَيْهَا حَدِيْثًا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ مَارَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا اَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَاكُنْتُ لِاُفْشِىَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ اَسَرَّ اِلَىَّ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِىْ الْقُرْاٰنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَاَنَّهٗ عَارَضَنِى الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا اُرَاهُ اِلَّا حَضَرَ اَجَلِى وَاِنَّكِ اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِىْ لِحَاقًا بِىْ فَبَكَيْتُ فَقَالَ اَمَاتَرْضِيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَضَحِكْتُ لِذَالِكَ.

(بخارى–كتاب المناقب)

৪০.

আয়শা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা বর্ণনা করিয়াছেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অক্রিম কালে) ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিলেন। ফাতেমার চাল-চলন (চলা ফেরার নমুনা) হুবহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাল-চলনের ন্যায় ছিল। ফাতেমা নিকটে আসিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উদ্দেশ্যে বলিলেন 'মারহাবান বি-ইবনাতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে শয্যায় ডান বা বাম পাশে বসাইলেন অতঃপর গোপনে কিছু কথা বলিলেন। (কথা শুনিয়া) ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। (আয়শা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন) আমি ফাতেমাকে বলিলাম, তুমি কেন কাঁদিতেছ? তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে কিছু

বলিলেন। তখন ফাতেমা হাসিয়া উঠিলেন। আয়শা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, আমি দুঃখের এত নিকটবর্তী আনন্দ আর কোন দিন দেখি নাই। আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলিয়াছেন? ফাতেমা উত্তর দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা গোপনে বলিয়াছেন তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত শরীফের পর ঐ কথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। ফাতেমা বলিলেন, প্রথমে আমাকে বলিয়াছেন যে , প্রতি বছর জিবরাঈল (আ.) আমার সঙ্গে কুরআন শরীফ একবার দাওর করিয়া থাকেন, এই বছর দুইবার কুরআন শরীফ দাওর করিয়াছেন। মনে হয় আমার অক্রিম কাল ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং আমার পরিবার বর্গের মধ্যে তুমিই সর্বাগ্রে আমার সঙ্গে মিলিত হইবে। (ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইক্রেকাল নিকটবর্তী) ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে তুমি বেহেস্ড়বাসী মেয়েদের সরদার হইবে অথবা মুমিন নারীদের সরদার হইবে, এই সুসংবাদ শুনিয়া হাসিয়াছি।

পরিশিষ্ট

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	হাদীস শরীফের অনুবাদ পাঠ কারীগণের প্রতি নিবেদন	৩৫
২	হাদীস তলবের উদ্দেশ্যে সফর	৩৬
৩	মুরাকাবা	৩৯
৪	ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষন কারীদের প্রতি	৪১
৫	ছাহাবাগণের শত্রুর পরিণাম	৪৪
৬	যায়েদ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু	৪৬
৭	যিয়ারতের গুরুত্ব	৪৯
৮	ইমাম আযমের (রা.) যিয়ারতে ইমাম শাফী (র.)	৬১
৯	বেহেশতের খেজুর গাছ	৬১
১০	মাতৃ অভিশাপ	৬৩
১১	রাহমাতাল্লিল আলামিনের মুবারক হাতের পরশ	৬৩
১২	মাহাসত্য প্রকাশিত হল ইঞ্জিল বারনাবাস থেকে	৬৪
১৩	মধূর উপকারীতা	৭৪
১৪	ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) সর্ম্পকে কিছু কথা	৭৫
১৫	অক্রিম ইচ্ছা	৮৯

হাদীস শরীফের অনুবাদ পাঠ কারীগণের প্রতি নিবেদন

আরবী ভাষা সর্ম্পকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং হাদীস শরীফের মর্মার্থ বুঝতে সহায়ক বিষয়াদি সর্ম্পকে অজ্ঞ ব্যক্তি যদি হাদীস শরীফের বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন তবে তিনি যেন নিম্নলিখিত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেন।

একঃ তরজমা পাঠ করার পর কোন অভিজ্ঞ আলিমের নিকট হাদীছ থেকে সৃষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করবেন। এক হাদীছ শরীফের সাথে অন্য হাদীছ শরীফের বাহ্যিক কোন দ্বন্ধ পরিলক্ষিত হলে তার নিরসন নিজে নিজে না করে অভিজ্ঞ আলিমের নিকট জিজ্ঞেস করবেন।

দুইঃ শুধুমাত্র তরজমার উপর নির্ভর করে ফিকহের মাস'আলার ফয়সালা দিবেন না।

তিন ঃ আপনার বক্তব্যে বা লিখনীতে যদি হাদীছ শরীফের উদ্ধৃতি পেশ করতে হয় তবে তা সঠিকস্থানে উদ্ধৃত হল কি না সে সম্পর্কে কোন বিজ্ঞ আলিমকে জিজ্ঞেস করবেন।
শুধু মাত্র তরজমা পাঠ করে নিজেকে ইলমে হাদীছের আলিম জ্ঞান না করার মধ্যে আপনার ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা রয়েছে।

ইলমে হাদীছ এমন এক ইলম যার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সনদ মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রয়েছে। এ বিষয়ের জন্য মুহাদ্দিছীনে কিরাম তাদের মূল্যবান জীবনের অধিকাংশ সময় কুরবান করেছেন।

[সংকলক প্রণীত ' ইমাম বুখারী (রহ.)' নামক পুস্ড়ক থেকে উদ্ধৃত]

হাদীস তলবের উদ্দেশ্যে সফর

একটি মাত্র হাদীছের তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ছাহাবী হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আন্হু এক মাসের পথ অতিক্রম করেছিলেন। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আন্হু বলেন,

আমার নিকট এমন একটি হাদীছের সংবাদ পৌঁছল যে হাদীছ আমি নিজে শ্রবণ করিনি। (সফরের উদ্দেশ্যে) একটি উঠ খরিদ করলাম। উঠের উপর আরোহন করে এক মাসের পথ অতিক্রম করে শামে পৌঁছলাম। আব্দুল্লাহ বিন উনাইস (রাঃ) এর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দরোয়ানকে বললাম,তুমি গিয়ে বল যে, জাবির দরজায় দাড়িয়ে আছেন। দারোয়ানের মুখে সংবাদ শুনে আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আন্হু আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, তিনি কি জাবির বিন আব্দুল্লাহ ? দারোওয়ান পুনরায় আমার নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জাবির বিন আব্দুল্লাহ ? জাবির বললেন হা (অর্থাৎ হা ! আমি জাবির বিন আব্দুল্লাহ) দারোওয়ান সংবাদ দিল। আব্দুল্লাহ বিন উনাইস কাপড় অসংযতভাবে পরিধান করে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসলেন এবং আমাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন, আমিও তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। অতঃপর জিজ্ঞেস করলাম, আমি সংবাদ পেয়েছি যে আপনার নিকট এমন এক হাদীছ 'কিছাছ' সর্ম্পকে রয়েছে যে হাদীছ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন, আমি সে হাদীছ শুনি নাই। আমার মনে সন্দেহ হল যে হয়তো আমি মৃত্যুবরণ করব আপনার পূর্বে অথবা আপনি মৃত্যুবরণ করবেন আমার পূর্বে অথচ আমি সে হাদীছ আপনার নিকট থেকে শ্রবণ করতে পারি নাই। তখন তিন (আব্দুল্লাহ বিন উনাইস) হাদীছ বর্ণনা করলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বাণী প্রদান করেছেন-

يحشر الله العباد اوقال الناس عراةغرلابهما قلنا :مابهما ؟ قال ليس معهم شيى ثم يناديهم ربهم بصوت يسمعه من بعد كمايسمعه من قرب– انا الملك اناالديان– لاينبغى لاحدمن اهل الجنة ان يدخل الجنة ولا احدمن

اهل النار عنده مظلمة حتى اقصه منه قلنا كيف وانما نأتى الله عراة غرلابهما قال بالحسنات والسيئات –

তরজমা ঃ

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাগণকে বা মানুষকে হাশরের ময়দানে সমবেত করবেন বস্ত্রহীন, নগ্নপদ ও সম্পদহীন অবস্থায়। অতঃপর তাদের আহবান করবেন, যে আহবান ধ্বনি দূরবর্তী ও নিকটবর্তী লোকেরা সমভাবে শুনতে পারবে। বলবেন, আমি সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী, আমি دَيَّان । কোন ব্যক্তি নিকট যদি অন্যের হক থাকে, অন্যের উপর যুলুম করে থাকে তবে তার বদলা না দেয়া পর্যন্ত কেউ যেন জান্নাতে বা দোযখে প্রবেশ না করে। আমরা নিবেদন করলাম কি দিয়ে যুলুমের বদলা দান করা হবে অথচ আমরা উপস্থিত হব বস্ত্রহীন,নগ্নপদ ও নিঃস্ব অবস্থায় । হুযূর (সা.) বললেন -নেকী ও বদী বিনিময় করা হবে।

(تذريب الراوى فى شرح تقريب النواوى ص ١٤٢)

জিজ্ঞেস করলাম **بهما** অর্থ কি ? তিনি বললেন, **ليس معهم شيئا** অর্থাৎ তাদের সঙ্গে কোন বস্তু থাকবে না।

ছাহাবায়ে কেরাম পবিত্র হাদীস সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তার একটি নজির আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আন্হু এক হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছিলেন। দীর্ঘদিন পর পবিত্র হাদিসের সঠিক শব্দ তাহার স্মরণ মত ঠিক কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ হয়। এই সময় এই পবিত্র হাদীস বর্ণনাকারী একজন মাত্র সাহাবী জীবিত ছিলেন। সাহাবীর নাম ওক্বা বিন আমির (রা.)। তিনি মিসরে বসবাস করতেন। আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এই হাদীস হাসিল করার উদ্দেশ্যে মদীনা মনোওয়ারা থেকে রওয়ানা হন। দূর্গম পথ অতিক্রম করে একমাস পর মিসরে পৌছেন। মিসর পৌছে তিনি ওকবা বিন আমির কোন স্থানে আছেন সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে মিসরের তখনকার আমির মাছলামা আনসারীর সাহায্য গ্রহণ করেন মাছলামা আনসারী একজন পথ প্রদর্শক দেন। তিনি আবু আইয়ুব

আনসারী (রা.) কে ওকবা (রা.) এর গৃহে লইয়া যান । ওকবা (রা.) সংবাদ পেয়ে যার পর নাই আনন্দিত হন এবং আবু আউয়ুব (রা.) কে বুকে জড়িয়ে ধরেন। জিজ্ঞেস করেন কি প্রয়োজনে তিনি এতদূর পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী তখন বলেন-"মুমিন বান্দার ত্রুটি গোপন রাখার বিষয়ে আপনি যে হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন, সেই হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য এসেছি। ওকবা (রা.) হাদীস বর্ণনা করলেন-

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُوْلُ مَنْ سَتَرَ مُئومِنًا فِى الدُّنْيَا عَلى عَوْرَةٍ سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

তরজমাঃ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাণী প্রদান করতে শুনেছি "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের ত্রুটিকে গোপন রাখবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার ত্রুটিকে গোপন রাখবেন।"

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) হাদীস শ্রবণ করে তছদিক করেন (অর্থাৎ হাদীস যে এই হাদীস তাহার স্বীকৃতি দেন)
তারপর বলেন- এই হাদীস আমার ও স্মরণ ছিল কিন্তু মনের মধ্যে সন্দেহ ছিল। সঠিক নিরক্ষণ ছাড়া আমি বয়ান করাকে সমীচীন মনে করি নাই।

এহুদী ও নাছারাদের লেখনীর দ্বারা ভ্রাক্র মুসলমান নামধারী যে সকল অবাঞ্চিত ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের হাদীস হেফাজতের ব্যাপারে মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার অপচেষ্টায় কলম নিয়ে ব্যস্ড় হয়ে দোযখের পথ সুগম করছে তাহাদের হেদায়তের জন্য উল্লিখিত ঘটনাই যথেষ্ট।

[সংকলক প্রণীত ' ইমাম বুখারী (রহ.)' নামক পুস্ড়ক থেকে উদ্ধৃত]

মুরাকাবা

এমনভাবে সেই নামের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাওয়া, যাহাতে অন্য কিছুর ধ্যান না আসে উহাকে মুরাকাবা বলা হয়।
মুরাকাবার দালিলিক প্রমাণ নিম্নলিখিত হাদীস শরীফে রহিয়াছে-

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَانَّكَ تَرَاهُ– فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ

আল্লাহ তায়ালার মুরাকাবা

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মুরাকাবা তালিব মুখে উচ্চারণ করিবেন-

اللّٰهُ حَاضِرِيْ اللّٰه نَاظِرِيْ اللّٰه مَعِيْ

অথবা শব্দ উচ্চারণ না করিয়া মনে মনে খেয়াল করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নিকটে বিরাজিত, আল্লাহ তায়ালা নিকটতম দর্শক, আল্লাহ তায়ালা আমার সঙ্গেই আছেন, এই ধারণাকে অক্রুরে বদ্ধমুল করার চেষ্টা করিবেন, যদিও আল্লাহ তায়ালা দিক, স্থান হইতে মুক্ত। এমনিভাবে একাগ্র মনে স্বীয় কল্পনার ধ্যানে নিমজ্জিত হইবে।

মহব্বতের মুরাকাবা

নিম্নলিখিত আয়াতে মুরাকাবা وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথেই আছেন যেখানে থাক না কেন।

(সুরা হাদিদঃ আয়াত-৪)

তিনি যে সঙ্গে আছেন সেই ধ্যান করিবেন দন্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায়, শায়িত অবস্থায়, নিঃস্বঙ্গ অবস্থায়, কর্মব্যস্ড় অবস্থায়, বেকার অবস্থায়, মানুষের সাথে অবস্থানকালে।

কুরআন শরীফের মুরাকাবা

যেমন নিম্নলিখিত আয়াতের মুরাকাবা فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

তরজমাঃ যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহর দিক।
(সুরা বাকারাঃ আয়াত-১১)[

অন্য আয়াতে যেমন- اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰه يَرٰى

তরজমা ঃ মানুষ কি অবগত নয় যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দেখেন।
(সুরা আলাকঃ আয়াত-১৪)

অন্য আয়াতে যেমন- نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

তরজমা ঃ আমি মানুষের শাহরগ হইতে আরও নিকটে।
(সুরা ক্বাফঃ আয়াত-১৪)

অন্য আয়াতে যেমন- وَاللّٰه بِكُلِّ شَيْئٍ مُّحِيْطُ

তরজমা ঃ আল্লাহ তায়ালা সবকিছু ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

অন্য আয়াতে যেমন- اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْن ِ

তরজমা ঃ নিশ্চয়ই আমার রব আমার সাথেই আছেন। তিনি এখন আমাকে হেদায়েত দান করিবেন। (সুরা শুআরা ঃ আয়াত-৬২)

অন্য আয়াতে যেমন- هُوَ الْاَوَّلُ وَالاٰخِرُ وَالظَّاهِرُوَالْبَاطِنُ

তরজমা ঃ আল্লাহ তায়ালা অনাদি, তাহার পূর্বে কিছুই ছিল না। তিনি অনক্র যিনি সবকিছু ফানা হওয়ার পরও থাকিবেন। তিনি প্রকাশ্য তাহার গুণাবলী ও কর্মের মাধ্যমে। তিনি অপ্রকাশ্য তাহার সত্ত্বার ক্ষেত্রে।

(সূরা হাদিদঃ আয়াত-৩)

তাহার প্রকৃত জ্ঞান সম্পর্কে কেহ অবগত নহে। এই সকল মুরাকাবা আল্লাহ তা'আলার সাথে অক্রুরের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী।

[আমার ওয়ালিদ মহতরম ও মুর্শিদ হযরত আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (রহ.) কর্তৃক উর্দূ ভাষায় রচিত আনোয়ারুছ ছালিকীন কিতাবের 'মুরাকাবা' অধ্যায়ের অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত]

ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কারীদের প্রতি

ইরাকবাসী কয়েকজন লোক এক মাহফিলে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ও ওমর ফারুক (রাঃ) সম্পর্কে খারাপ উক্তি করল। অতঃপর উসমান (রা.) সম্পর্কে অনুরুপ খারাপ উক্তি করল। হযরত যয়নুল আবিদীন (রাঃ) তাদের সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা কি প্রথম স্ড়রের মুহাজিরীনদের অক্রর্ভূক্ত যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

أُخرِجُوْا مِنْ دِيَا رِهِمْ وَاَمْوَا لِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰه وَرَسُوْلَهُ –

(সূরা-হাশর, আয়াত-৮)

তরজমা ঃ
যাহাদিগকে নিজেদের গৃহ ও ধন সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী; আর তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ধর্মের) সাহায্য করে।

তারা উত্তর দিল 'না' আমরা তাদের অক্রর্ভূক্ত নই।

"অতঃপর যয়নুল আবিদীন (রাঃ) তাদেরে সম্বোধন করে বললেন তোমরা কি সেই দলের অক্রর্ভূক্ত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْ مَنْ هَاجَرَاِلَيْهِمْ–

(সূরা-হাশর,আয়াত-৯)

তরজমা ঃ
তারা উত্তর দিল, 'না'। তাদের উক্তি শুনে যয়নুল আবিদীন (রাঃ) বললেন- তোমরা স্বীকার করলে যে তোমরা উভয় দলের কোনটির অক্রর্ভূক্ত নয়।

তবে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে তোমরা সেই তৃতীয় দলের অক্রর্ভূক্ত নয়। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ جَائُوْمِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَاتَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّالِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا–

(সূরা-হাশর, আয়াত নং-১০)

তরজমাঃ
আর যারা তাদের (আনছার ও মুহাজিরদের) পরে এসেছে, যারা দোয়া করে, হে আমাদের রব। আমাদেরকে ক্ষমা করুন আর আমাদের সেই ভাইদেরকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমান আনিয়াছে এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অক্ররে যেন ঈর্ষা না হয়।" অতঃপর যয়নুল আবিদীন (রাঃ) তাদেরে বললেন 'আমার নিকট হতে দূর হও, আল্লাহ যেন তোমাদিগকে বরকত দান না করেন। তোমরা দ্বীন ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করতেছ। তোমরা মুসলমানগণের অক্রর্ভূক্ত নয়।

প্রকাশ থাকে যে উপরের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, যয়নুল আবিদীন (রাঃ) সেই সকল ব্যক্তিদিগকে ইসলামের চরম শত্রট্ট বলে মনে করতেন, যারা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মর্যাদা হানীকর উক্তি করে।
অনুরুপভাবে তাঁর সুযোগ্য সক্রান মুহাম্মদ বাকের (রাঃ) ঐ জঘন্য দলটিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন যারা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ওমর ফারুক (রা.) ও অন্যান্য ছাহাবা সম্পর্কে বিদ্বেষ বিষ ছড়ায়।

ঠিক তেমনিভাবে তাঁর পুত্র জাফর সাদিক (রাঃ) ঐ দলটির মতবাদকে খন্ডন করার সব রকম চেষ্টা করেছেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তাঁর সুযোগ্য সক্রান মুসা কাজিম (রঃ)। তৎপরবর্তি বংশধরগণও ভ্রাক্র মতবাদীদের খপ্পর থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য জেল, জুলুম, বেত্রাঘাত ইত্যাদি যাতনা অকাতরে সহ্য করেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা খাটি মুসলিম সমাজ বিশ্বাস করেন যে, মানুষের মধ্যে নবীগণের পরেই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সর্বোত্তম ব্যক্তি। তারা আরোও বিশ্বাস করেন যে সাহাবাগণের মধ্যে কেহই পথভ্রষ্ট ছিলেন না।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে জনমনে সন্দেহের বীজ বপনকারী দলের সংখ্যা অনেক। তারা জঘন্য আকিদা গোপন রেখে উপস্থিত সুবিধা বিবেচনায় ইসলামের দাওয়াত দিয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে তারা যে ইসলামের দিকে আহবান করে তার মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) উমর ফারুক (রাঃ) এর কোন স্থান নেই।

কোন কোন দল হযরত যয়নুল আবিদীন, মুহাম্মদ বাকের, জাফর সাদিক, মুসা কাজিম প্রমূখকে তাদের ইমাম বলে প্রচার করে। অথচ তারা যে আকিদায় বিশ্বাসী সেই আকিদার সাথে ইমামগণের কোন সম্পর্ক ছিল না। বরং তারা সারা জীবন এ ধরণের জঘন্য আকিদার বিরুদ্ধে স্বোচ্চার ছিলেন।
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের যারা তাসাউফকে বিশ্বাস করেন এবং মকবুল তরিকা নকস্‌বন্দিয়া, কাদিরিয়া, চিশতিয়া, সুহরাওয়ার্দীয়া ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক রাখেন তাদের প্রতি অনুরোধ তারা যেন যয়নুল আবিদীন (রাঃ), জাফর ছাদিক (রঃ) ও অন্যান্য বুজুর্গানে তরিকতের সঠিক পরিচয় লাভ করার চেষ্টা করেন।

আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোতে একটি কথা বলতে চাই যে, আল্লাহর ওলীগণের জীবনের সব কিছু লিখে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়; কারণ তাঁরা লোক চক্ষুর অত্রুরালে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এমন বহু কর্ম করেছেন যা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তাছাড়া তাদের আত্নিক উপলব্ধি কাগজে কলমে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়।

ছিলছিলার ওলীগণের আসল পরিচয় লাভ করার জন্য তাদের রুহানী ফয়েজ হাসিল করার উদ্দেশ্যে সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার সমীপে দু'আ করতে হবে। তাদের প্রতি মনে যাহাতে কোন বক্রতার সৃষ্টি না হয় সেই দু'আ ও আল্লাহ তায়ালার কাছে করতে হবে।

[সংকলক প্রণীত ' জয়নুল আবেদীন (রা.)-এর জীবনী ' নামক পুস্ড়ক থেকে উদ্ধৃত]

ছাহাবাগণের শত্রট্টর পরিণাম

('রুহ' প্রণেতা ইমাম ইবনুল কাইঈমিল জওযিয়া)

পৃষ্ঠা ২৮৯ কিতাবের ভাষা আরবী

নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির রুহ অন্য ব্যক্তির রুহকে প্রভাবান্বিত করতে পারে, যার বাস্ড়ব প্রমাণ পরবর্তী সময়ে পরিদৃষ্ট হয়।

কোন এক বুজুর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমার এক প্রতিবেশী ছিল। সে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর ফারুক (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে গাল মন্দ দিত ! একদিন তার সাথে এ প্রসঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয় এবং সে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর ফারুক (রাঃ) কে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী গালমন্দ দেয়। আমি ব্যথিত হৃদয় নিয়ে মর্মাহত অবস্থায় নিজ গৃহে ফিরে আসি। মনের দুঃখে ও ক্ষোভে রাত্রে খাদ্য গ্রহণ না করে নিদ্রা যাই। নিদ্রা মগ্ন অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম, তশরীফ এনেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে নিবেদন করলাম 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ অমুক ব্যক্তি আপনার সাহাবীদ্বয়কে গাল মন্দ দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রশ্ন করেন 'আমার কোন সাথী'। আমি নিবেদন করলাম, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)। তখন তিনি আমাকে একখানা চাকু হাতে দিয়ে বললেন, 'চাকু খানা শক্ত হাতে ধর এবং ওকে মাটিতে শুইয়ে জবাই করে ফেল। আমি চাকুখানা গ্রহণ করলাম এবং ওকে মাটিতে শুইয়ে জবাই করে ফেললাম। লক্ষ্য করলাম যে আমার হস্ড়দ্বয় রক্তাক্ত। অতঃপর চাকুখানা নিক্ষেপ করে আমার হাতের রক্ত মাটিতে মুছতে লাগলাম। আমি হঠাৎ জাগ্রত হয়ে ঐ ব্যক্তির ঘরের দিক থেকে চিৎকার শুনে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন চিৎকার করা হচ্ছে ? লোকজন বলল, অমুক ব্যক্তি হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেছে।' ভোরবেলা আমি তার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম যে শরীরের যে স্থানটিতে তাকে জবাই করেছিলাম সে স্থানটিতে একটি দাগ রয়েছে।

নিশীথ রাতে দিনের কর্ম ভয়াবহ রূপ ধরে
দিনের কর্মে হও সাবধান পরিনাম চিন্ত্রা করে।

(ইমাদ)

ইব্নে আবিদ্দুন্য়া 'কিতাবুল মনামাতে' বর্ণনা করেন যে, তার কাছে কুরাইশ বংশীয় এক বুজুর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন "আমি শ্যাম দেশে এক ব্যক্তিকে দেখলাম তার চেহারার অর্ধাংশ কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছে। সে চেহারার এ অংশটুকু ঢেকে রাখে।

আমি তার কারণ জিজ্ঞেস করলাম লোকটি উত্তরে বলল, "আমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি, যে কেহ আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে আমি তাঁর কাছে ঘটনাটি বলব। আমি হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে মনে মনে সীমাহীন বিদ্বেষ ভাবপোষণ করতাম। কোন এক রাত্রে নিদ্রামগ্ন অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলছেন "তুমি কি সে ব্যক্তি, যে আমার সম্পর্কে কটুক্তি করে থাকো ?" অতঃপর তিনি আমাকে জোরে চপেটাঘাত করলেন। পরদিন সকাল বেলা দেখলাম আমার চেহারার এক অংশ কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছে।

[সংকলক প্রণীত ' আদর্শ গল্প সংকলন' নামক পুস্ড়ক থেকে উদ্ধৃত]

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহব্বতের বাঁধনে যায়েদ বিন হারেস রাদিয়াল্লাহু আন্হু

রাহমাতে আলম, সাকিয়ে কাওসার,রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়া ও মুহাব্বত ছিল নিষ্কলুষ। তাঁর মায়ার টান বা আকর্ষন এমন ছিল যে কবির ভাষায়-

دو علم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے لذت آشنائی

দু-আলম থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে প্রেমের স্বাদ। রাসুলে পাকের হাতে যারা প্রেম-পেয়ালা পান করেছিলেন তারা জীবনে কখনো তাঁর সঙ্গত্যাগ করতে চায়নি। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের শরবত পান করেই তারা যুদ্ধের ময়দানে কলিজার তাজা খুন ঢেলে দিয়েছিলেন। দ্বীনের জন্য কত কুরবানীই না তাঁরা করেছিলেন। সে প্রেমের আকর্ষণে তাঁরা জন্মভূমি ত্যাগ করে, ধন সম্পত্তি ত্যাগ করে, পরিবার পরিজন ত্যাগ করে দূর্গম গিরি পার হয়ে, পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় পাড়ি দিয়েছিলেন।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেমের বাঁধনে আটকা পড়া একজন মানুষ হলেন হযরত যায়েদ (রাঃ), তার পিতার নাম ছিল হারেছা ইবনে শুরাহবিল আল কাবী, মাতার নাম ছিল সু'দা। যায়েদ তখন ছোট । মাকে নিয়ে নানা বাড়ী যাচ্ছিলেন। বনী কাইন গোত্রের কয়েকজন আক্রমণকারী তাদের উপর আক্রমণ করে সমস্ড় সম্পদ লুটে নিয়ে যায় সাথে যায়েদকেও ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং তৎকালীন যুগের প্রচলন অনুযায়ী তাকে উকায বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। জাহেলী যুগে মানুষ মানুষকে ধরে নিয়ে বাজারে বিক্রি করত। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুনিয়ায় তাশরীফ আনলেন তিনি সেই সব মানুষের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন। এবং সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন দুনিয়ার লাঞ্চিত বঞ্চিত মানুষকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা তোমরা চালিয়ে যাও। সাহাবায়ে কিরাম, এমনিভাবে তাবেয়ীগণ এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাবেয়ী হযরত যাইনুল আবেদীন (রাঃ) সহস্রাধিক দাস খরিদ করে তাদেরকে সুশিক্ষা দিয়ে আযাদ করে দিয়েছেন।

খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আন্হা এর ভাতিজা হাকিম ইবনে হিযাম চারশত দিরহাম দিয়ে এই ছেলেকে (যায়েদ) খরিদ করে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আন্হা

এর নিকট অর্পন করলেন। নবীয়ে মুকাররাম সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে খাদিজা (রাঃ) এর বিবাহের পর তার স্নেহের দাস এই বালক যায়েদকে হুজুরের হাতে সোপর্দ করলেন। এদিকে যায়েদের পিতা হারেছা পুত্র হারিয়ে অস্থির হয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দূর্গম পথ অতিক্রম করতেছিলেন। কত পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে ছেলেকে খুঁজতে ছিলেন। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আন্হুর পিতা হারিছার একটি শোক গাঁথা-

بَكَيْتُ عَلى زَيْدٍ وَلَمْ اَدْرِ مَافَعَلْ + اَحَيٌّ فَيُرْجى اَمْ اَتى دُوْنَهُ الاَجَلُ–

আমার ছেলে যায়েদের জন্য অনেক কান্নাকাটি করলাম আমি জানিনা ছেলেটি কি জীবিত যার প্রত্যাবর্তনের আশা আমি করতে পারি। অথবা মরণ তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

تُذَكِّرُنِيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا+ وَتَعْرِضُ ذِكْرَاهُ اِذَا غَرْ بُهَااَفَلْ–

আমি যায়েদের পিতা হারিছা, বড় ব্যাথা অনুভব করি আমার ব্যাথা-বেদনা বেড়ে যায় যখন সূর্য উদিত হয় অর্থাৎ রাত্রি পোহায় দিন আসে তখন ছেলের বিরহে আমি অধিক কান্নাকাটি করে থাকি। আর যখন সূর্য অস্ড়মিত হয় তখনও আমার ব্যাথা বেড়ে যায় যে, সারাদিন খুঁজলাম ছেলের কোন খুঁজ পেলাম না।

سَأَعْمَلُ نَصَّ الْعِيْسِ جَاهِدًا + وَلا اَسْلَمُ التَّطْوَافَ لَوْ تَسْأَمَ الاِبِلِ–

আমি উত্তম বংশের উটকে অর্থাৎ শক্তিশালী উটকে অব্যাহত ধারায় চালিয়ে যাব। ছেলের অন্বেষণে কখনো ক্লান্ত হবনা, আমার উটও ক্লান্ত হবেনা।

حَيَاتِيْ اَوْ تَأْتِي عَلَيَّ مَنِيَّتِيْ + وَكُلُّ امْرِئٍ فَانٍ وَاِنْ غَرَّهُ الْاَمَلْ–

আমার জীবনের কসম! ছেলের অন্বেষনে আমি আমার সফরকে অব্যাহত রাখব, যতক্ষণ না মৃত্যু আসে। সবই শেষ হয়ে যাবে যদি আশা তাকে প্রবঞ্চিত করে।

এই অবস্থায় ছেলেকে তিনি তালাশ করতেছিলেন। ঘটনাক্রমে বনী কালবের একটি কাফেলা হজ্ব উপলক্ষে মক্কা শরীফ আসল এবং তারা যায়েদকে দেখে পরিচয় করতে পারল। যায়েদের সাথে তারা আলাপ করলেন। যায়েদ এই কবিতা পাঠ করলেন-

اَحِنُّ اِلى قَوْمِى وَاِنْ كُنْتُ نَائِيًا + بِاَنِّيْ قَطِيْنُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ
وَاِنِّيْ بِحَمْدِ اللهِ فِيْ خَيْرِ اُسْرَةٍ + كِرَامٍ مُعِدٍّ كَابِرًا بَعْدَ كَابِرِ–

আমার দিল আমার কাওমের নিকট ফিরে যাবার জন্য বড় বিচলিত। আমি আমার জন্ম ভূমি থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আমি এমন এক ঘরের অধিবাসী যে ঘরটি হচ্ছে হারামের নিকট। আমি আল্লাহ তায়ালার ফযলে এক ভদ্র খান্দানে জীবন অতিবাহিত করছি। খবর পেয়ে যায়েদের পিতা মক্কায় হুজুর সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আসলেন। বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নয়নের মনি ছেলেকে হারিয়ে কত বিরহ-যাতনা সহ্য করেছি তা বর্ণনা করতে পারবনা। মেহেরবাণী করে আমার ছেলেটাকে দিয়ে দিন। আপনি যা চাইবেন তা দিয়ে দেব। হুজুর সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যায়েদকে ডাক। যদি তিনি যেতে চান তাহলে কোন ফিদইয়া গ্রহণ না করে স্বেচ্ছায় তাকে আপনাদের সাথে দিয়ে দেব। যায়েদকে আনা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উনাদের পরিচয় করতে পেরেছ? তিনি বললেন উনি আমার বাপ আরেকজন আমার চাচা। বলা হলো, তুমি যদি চাও তাহলে তুমি ফিরে যেতে পার। তখন যায়েদ বললেন-

مَااَنَا بِالَّذِىْ اَخْتَارُ عَلَيْكَ اَحَدًا اَنْتَ مِنِّيْ مَكَان الاَبِ وَالْعَمِّ–

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন অজ্ঞ নই যে আপনাকে ছেড়ে অন্য কারো সঙ্গে চলে যাব। আপনি আমার মা, আপনি, আমার পিতা।

হারেছা ভাবতে পারলেন না যে, তার ছেলে এমন উত্তর দেবেন। তিনি বললেন-

وَيْحَكَ يَازَيْدُ اَتَخْتَارُ الْعُبُوْدِيَّةَ عَلى الْحُرِّيَّةِ عَلى اَبِيْكَ وَعَلى عَمِّكَ وَاَهْلِ بَيْتِكَ–

হে যায়েদ! অনুতাপের বিষয়, তুমি কি আযাদীর পরিবর্তে গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকলে? মা বাপকে ছেড়ে এস্থানকে পছন্দ করলে ?
কিন্তু যায়েদ সারাটি জীবন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই রইলেন।

[সংকলক প্রণীত ' রাহগীরে মদীনা মুনাওয়ারা ' নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত]

যিয়ারতের গুরুত্ব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِى كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ–

صَلَّى اللّٰہُ عَلٰی نُوْرِ کز وشد نور ہا پیدا
زمین از حب او ساکن فلک ور عشق او شیدا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল উম্মত মদিনা মনোওয়ারাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। ভাগ্যবান মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শহরে পৌঁছতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেন।

সৌভাগ্যবান যিয়ারতকারীগণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিধ বাণী প্রদান করেছেন। বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিছ, হানাফী মাজহাবের অন্যতম আলীম হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.) তৎপ্রণীত 'জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারীল মাহবুব' গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত সম্পর্কে বারখানা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং উক্ত হাদীস সমূহের শ্রেণী বা বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, হাদীস সমূহ নির্ভরযোগ্য (ছেকাহ) বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে আমার নিকট বিবিধ সনদে পৌঁছেছে। তন্মধ্যে কোন কোন হাদীস বিশুদ্ধ (ছহী) এবং অধিকাংশ হাছান শ্রেণীভূক্ত। যিয়ারতের গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম কছতাল্লানী

মাওয়াহিবের মধ্যে যে হাদীস সমূহ পেশ করেছেন তার ব্যাখ্যা করার পর যুরকানী বলেন কোন হাদিছই হাছান শ্রেণীর নিম্ন স্তরের নয়। (যুরকানী-৩য় খন্ড ২৯৯ পৃষ্ঠা)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِى (رواه دار قطنى)

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করেছেন, ' যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত করা ওয়াজিব।

عِنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِى بَعْدَ وَفَاتِى فَكَاَنَّمَا زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ

আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করবে সে যেন আমার জীবদ্ধশায় আমার যিয়ারত করল।

عِنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ–

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করেছেন-'যে ব্যক্তি হজ্জ করল অথচ আমার যিয়ারত করলনা সে আমাকে কষ্ট দিল'।

আল্লামা যুরকানী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

ان المراد فعل مثل فعل الجافى لانه اى اذا حقيقى اذ لا يجوز اذاه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–

এখানে অর্থ হচ্ছে এ কর্মটি অর্থাৎ যিয়ারত না করা কর্মটি যেন কষ্টদান কারীর কর্মের মত; প্রকৃত কষ্ট নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া কোন ক্রমেই জায়েয নয়।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ اَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ اَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةُ بِهَا قَرَارِىْ وَبِهَا بَيْتِىْ وَتُرْبَتِىْ وَحَقُّ عَلَى كُلِّ مَسْلِمٍ زِيَارَتُهَا–

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা শরীফ থেকে বেরিয়ে আসলেন তখন সেখানকার সব বস্তু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল। মদিনায় যখন প্রবেশ করলেন সব কিছু আলোকেজ্জ্বল হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মদিনায় আমার শাক্রির আলয়, মদিনায় আমার ঘর, এখানেই আমার কবর হবে। প্রত্যেক মুসলমানের উপর হক হল সে যেন আমার যিয়ারত করে।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِىْ فِىْ الْمَدِيْنَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ فِىْ جَوَارِىْ وَكُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ–

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী প্রদান করেছেন, যে ব্যক্তি ছওয়াবের উদ্দেশ্যে (দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে নয়) মদিনায় এসে আমার যিয়ারত করল, সে রোজ কিয়ামতে আমার প্রতিবেশী হবে আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করব।

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِىْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا وَشَهِيْدًا–

যে ব্যক্তি মদিনায় এসে আমার যিয়ারত করল, আমি তার সুপারিশকারী ও সাক্ষী।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈন রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মাজার শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দুর দুরাক্র থেকে যে সফর করেছেন তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।

আল্লামা ছুবুকি উল্লেখ করেছেন. হযরত বিলাল (রা.) শ্যাম থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা শরীফে যে আগমন করেছেন তা উত্তম সনদ মাধ্যমে বর্ণিত আছে। আমার ওয়ালিদ মুহতারাম হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ ছাহেব ফুলতলী (রহ.) তৎপ্রণীত মুনতাখাবুছ ছিওর প্রথম খন্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর বিলাল (রা.) মদিনা শরীফ ছেড়ে শ্যাম দেশে চলে যান এবং সেখানে বহুদিন অবস্থান করেন। একদিন তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা.)- কে মদিনা মনোওয়ারায় এসে যিয়ারত করার নির্দেশ দেন।

তিনি স্বপ্ন শেষে জাগ্রত হলে ভীত সন্ত্রস্ড়, মর্মাহত ও ব্যতিব্যস্ড় অবস্থায় তখনই উষ্ট্রের উপর আরোহন করে কেঁদে কেঁদে মদিনা মনোওয়ারার পথে রওয়ানা হন। মাজার শরীফে উপস্থিত হয়ে ক্রন্দন শুরু করলেন এবং গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রাণ প্রিয় দৌহিত্রদ্বয় হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হুসাইন (রা.) এগিয়ে আসলেন। হযরত বিলাল (রা.) তাদের জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন। তারা হযরত বিলাল (রা.) কে আযান দেয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন। বিলাল (রা.) আযান দিতে উদ্যত হলেন। সংবাদ পেয়ে মদিনাবাসী পুরুষ ও মহিলাগণ দলে দলে সমবেত হতে লাগলেন। আযান আরম্ভ হল। বিলালের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে পর্দানিশি মহিলাগণ কাঁদতে কাঁদতে গলিতে বেরিয়ে পড়লেন। বিলাল (রা.) যখন 'আল্লাহু আকবার' বললেন, পবিত্র মদিনা শহর তখন প্রকম্পিত হয়ে উঠল। মদিনাবাসীগণ চিৎকার করে ক্রন্দন আরম্ভ করলেন। যখন 'আশহাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করলেন তখন সকলেই সমস্বরে বিলাপ আরম্ভ করলেন। যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' বললেন, তখন প্রাণী মাত্রই কাঁদল। সে দিনটি ছিল

হুজুর সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ওফাৎ শরীফের দিনের মত। অতঃপর বিলাল (রা.) পুনরায় শ্যাম দেশের পথে বেরিয়ে পড়লেন। কোন এক বর্ণনা মতে বিলাল (রা.) বছরে একবার মদিনা শরীফে এসে আযান দিতেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ফারুক (রা.) যখন বায়তুল মুকাদ্দাছ যান তখন তাঁর অনুরোধে বিলাল (রা.) একবার বায়তুল মুকাদ্দছে আযান দিয়েছিলেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাৎ শরীফের পর মদিনা শরীফের বাহিরে হযরত বিলাল (রা.) আযান দিয়েছেন বলে তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হযরত বিলাল (রা.)-এর এ ঘটনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় বিশিষ্ট সাহাবীগণ দূর-দূরাত্রুর থেকে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা শরীফে আসতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেম বিলাল (রা.) কে চিরঞ্জিবী করে রাখল। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন-

اقبال بتایه کس کے عشق کافیض عام هی
رومی فناهوا جشی کو دوا م هی (اقبالؒ)

অনুবাদ ঃ

এ কার প্রেমের ব্যাপক প্রভাব
ইকবাল তুমি বল,
হাবশী বিলাল চিরঞ্জিবী
রুম অধিপতি ধ্বংস হল।

কাব-এ আহবার ছিলেন ইহুদী ধর্মের একজন অন্যতম আলিম। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আন্হু বায়তুল মাকদিছ পৌঁছলে কাব-এ আহবার ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে হযরত উমর (রা.) নেহায়ত খুশি হন এবং তাকে মদিনা শরীফ গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক যিয়ারত করার এবং যিয়ারতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য বলেন।

(যুরকানী-৩য় খন্ড ২৯৯)

عَنْ نَافِعٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ اَتَى الْقَبرَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَبَتَاهُ- (بيهقى ج٥-ص-٢٤٥)

নাফে' (রা.) বর্ণনা করেন, ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আন্হু যে কোন সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মসজিদে প্রবেশ করতেন অতঃপর রওজা মোবারকে হাজির হয়ে বলতেন-

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلُ اللَّهِ
السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ
السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَبَتَاه

আছ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ
আছ্ছালামু আলাইকা ইয়া আবা বকর
আছ্ছালামু আলাইকা ইয়া আবাতা (হে আমার পিতা)

(বায়হাকী ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪৫)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُوْا ثُمَّ يَدْعُوْا لِاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ-

হযরত আব্দুল্লাহ বিন দিনার (রহ.) বলেন-আমি দেখেছি আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু আন্হু কে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফের নিকট দাঁড়াতেন সালাম করতেন ও দু'আ করতেন। অতঃপর দু'আ করতেন আবু বক্র ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার জন্য।

(বায়হাকী-৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪৫)

ইয়াজিদ বিন আবি সাঈদ আলমাহরী বলেন- আমি ওমর বিন আব্দুল আজিজের (রহ.) নিকট গেলাম। বিদায়কালে আমাকে বললেন আপনার সাথে আমার একটি জরুরী কাজ আছে। যখন মদিনায় পৌঁছবেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফ দেখবেন তখন আমার পক্ষ থেকে সালাম আরজ করবেন। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) স্বীয় খেলাফতকালে সূদুর শ্যাম থেকে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে সালাম পৌঁছানোর জন্য লোক প্রেরণ করতেন।

(শিফা ২য় খন্ড ৮৫ পৃষ্ঠা)

মালিকী মাযহাবের অন্যতম আলিম কাজী ইয়াজ (রহ.) (মৃত্যু সন ৫৪৪) শিফা কিতাবে রওজা মুবারক যিয়ারত অধ্যায়ের শুরুতে লিখেছেন-

زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها–

অনুবাদঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা মুবারক যিয়ারত করা যে মুসলমানদের একটি সুন্নত সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। ফজিলত প্রাপ্তির জন্য আকর্ষণীয় কর্ম। **مُرْغَب فِيْهَا** সম্পর্কে যুরকানী বলেন

(اى رغب السلف فيها وحثوا عليها)

(শিফা ২য় খন্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম কছতল্লানী লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা মুবারক যিয়ারত আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এবং উন্নত মর্যাদায় উপনীত হওয়ার একটি অনন্য উপায়। যে এর বিপরীত ধারণা করে সে যেন তার গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জুকে ফেলে দেয় এবং আল্লাহ, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের ও উলামাগণের বিরুদ্ধাচরণ করে।

(ইমাম কছতল্লানী প্রণীত মাওয়াহিব, ৮ম খন্ড, ২৯৮ পৃষ্টা)

হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকিহ ইবনুল হুমাম তৎপ্রণীত ফতহুল কাদির কিতাবে লিখেছেন-

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ فى زِيَارَة قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَشَائِخنا رحمهم الله تعالى من افضل المندوبات وفى مناسك الفارسى وشرح المختار انها قريبة من الوجوب لمن له سعه–

সুখ্যাত হানাফী ফেকাহ বিশারদ ও মুহাদ্দিছ মোল্লা আলী কারী লিখেছেন, সর্ব সম্মতিক্রমে সমস্ড় মুসলমানের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত গুরুত্বপূর্ণ ছওয়াবের কাজ সমূহের একটি এবং ইবাদত সমূহের মধ্যে একটি অন্যতম ইবাদত। রওজা মুবারক যিয়ারত উচ্চ মর্যাদা লাভের একটি উত্তম অছিলা। এর মর্যাদা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। কোন কোন আলিমের মতে, যার সামর্থ আছে, তার জন্য ওয়াজিব। মোল্লা আলী কারী বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু তাদের সে বিরোধীতা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের উক্তিগুলো নিরর্থক।

শাফেয়ী মাযহাবের মাননীয় আলিম নববী (র.) লিখেছেন, হজ্জ সমাপন করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাজার শরীফ যিয়ারতের নিয়ত করে মদিনা শরীফ রওয়ানা হবে, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাজার শরীফ যিয়ারত আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি উত্তম প্রচেষ্টা।

ভারতের সুনামধন্য মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির ও অন্যতম ওলী শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলবী (র.) লিখেছেন, সায়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত উলামায়ে কিরামগণের উক্তি দ্বারা ও আমল দ্বারা মত পার্থক্য ছাড়াই সুপ্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত সুন্নত সমূহের মধ্যে একটি উত্তম সুন্নত এবং গুরুত্বপুর্ণ মুস্ড়াহাব সমুহের একটি।

মালিকী মাযহাবের অনেক আলিমের মতে, যিয়ারত ওয়াজিব। ওয়াজিব উক্তিটির মর্ম সম্পর্কে অনেকে বলেছেন ওয়াজিব অর্থাৎ সুন্নতে ওয়াজিবা। এমন গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত যে সম্পর্কে চরম পর্যায়ের তাকিদ এসেছে। শাফেয়ী মাযহাবের

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কাজী হুসেন (র.) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, হজ্জ সমাপনের পর কাবা শরীফের মুলতাজিমের নিকট মদিনা মনোওয়ারার যিয়ারতের সফলতার জন্য দু'আ করে মদিনা শরীফে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত করে নিজেকে ধন্য করবে। ইমাম আজম আবু হানিফা (র.) এর মতে,যিয়ারত উত্তম কর্মসমূহের একটি এবং ওয়াজিবের নিকটবর্তী। তাজ উদ্দিন সুবুকী (র.) যিয়ারতের ফজিলত প্রমাণ করার জন্য প্রথমতঃ কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَائُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا–

তরজমা ঃ
যখন তারা নিজেদের উপর অত্যাচার করবে এবং আপনার নিকট আসবে, আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফিরাত তলব করবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য মাগফিরাত তলব করবেন তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের তওবা কবুল করবেন এবং করুনা প্রদর্শন করবেন।

তিনি আরো বলেন, উক্ত আয়াত শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ তা'লার সমীপে মাগফিরাত তলবের দরখাস্ড় করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আল্লাহ তা'লার সমীপে মাগফিরাতের দরখাস্ড় পেশ করা এমন একটি ব্যাপক মর্যাদা সম্পন্ন বিষয় যা সদা সর্বদা অব্যাহত থাকবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও ইক্রেকাল সমপর্যায়ের। ফিরিশতাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উম্মতের আমল পেশ করলে হুজুর (সাঃ) তাদের জন্য আল্লাহ তা'লার সমীপে মাগফিরাত কামনা করেন। উম্মতের প্রতি হুজুর (সাঃ) এর রহমতের দৃষ্টি রয়েছে। এর উপর নির্ভর করে পূর্ণ আশা করা যায় যে, হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তির জন্য ইস্ড়েগফার বা মাগফিরাত তলব করবেন যে ব্যক্তি এ আশা নিয়ে দরবারে উপস্থিত হবে। উপরোল্লিখিত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ড় উলামায়ে কিরাম রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও মৃত্যুকে সমপর্যায়ের বলে ধারণা

করেছেন। এমনকি পবিত্র মাজার শরীফ যিয়ারতের সময় উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করার জন্য উলামাগণ বলেছেন। এ প্রসঙ্গে সকল মাযহাবের মাননীয় উলামায়ে কিরামগণ যাহারা হজ্জ ও যিয়ারত বিষয়ে কিতাব রচনা করেছেন তাদের অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং প্রায় বর্ণনাকারীই ঘটনাটি ধারাবাহিক বর্ণনাকারীগণের সনদ উল্লেখ করেছেন।

মুহাম্মদ বিন হরব হেলালী বলেন, আমি মদিনা শরীফে উপস্থিত হয়ে রওজা মুবারক যিয়ারত করে রওজা মুবারকের সামনে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক বেদুইন সেখানে উপস্থিত হয়ে যিয়ারত করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি বলেছেন-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَائُوْكَ فَاسْتَغفَرُوْ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْ اللّٰهَ تَوَّابًارَّحِيْمَا–

আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করার পর ঐ ব্যক্তি বললেন, আমি আপনার দরবারে আমার গোনাহর মাগফিরাতের জন্য উপস্থিত হয়েছি আপনি আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার জন্য মাগফিরাত তলব করুন। অতঃপর বেদুইন কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি দুটি কবিতাও পাঠ করলেন-

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بَالْقَاعِ اَعْظُمُهُ
فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقاعُ وَالاكَمُ
نَفْسِى الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهُ
فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

অর্থঃ- সমতল ভূমিতে যার পবিত্র অস্ড়িত্ব সমূহ সমাহিত করা হয়েছে এবং তার ফলে সমতল ভূমিও পাহাড় সমূহ ধন্য হয়েছে তন্মধ্যে আপনি সর্বোত্তম হে!
আমার প্রাণ উৎসর্গ হউক সে কবরের উদ্দেশ্যে যেখানে আপনি অবস্থান করছেন। আপনার কবরে রয়েছে পবিত্রতা, বখশিষ ও করুণা।
অতঃপর এ বেদুইন মাগফিরাতের দোয়া করে চলে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরক্ষণেই আমি তন্দ্রামগ্ন অবস্থায় দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বলছেন, তুমি এ লোকটিকে সংবাদ দাও, আমি তার জন্য আল্লাহ তা'লার নিকট সুপারিশ করেছিলাম। আল্লাহ তা'লা তাকে মাফ করে দিয়েছেন।

ইমাম নববীর (রঃ) বর্ণনা মতে, উক্ত লোকটি আরো দুইটি কবিতা রওজা মুবারকের সামনে দাড়িয়ে পাঠ করেছিলেন-

اَنْتَ الشَّفِيْعُ الَّذِىْ تُرْجى شَفَاعَتُهُ

عَلَى الصِّرَاطِ اِذَا مَازَلَّتِ الْقَدَمُ

وَصَاحِبَاكَ لا اَنْسهُمَا اَبَدًا

مِنِّى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَاجَرَى الْقَلَمُ

অর্থঃ আপনি সেই শাফায়াৎকারী যার শাফায়াতের আশা রাখা যায় সে সংকটময় মুহর্তের জন্য যখন পুলসিরাতের পূলের উপর মানুষের পদস্খলন হবে। আপনার সহচর দ্বয়কে জীবনে কখনো ভুলতে পারিনা। আপনাদের প্রতি আমার পক্ষ থেকে সালাম কিয়ামত পর্যন্ত।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করার তিনদিন পর এক বেদুইন আসলেন। তিনি রওজা মুবারকের উপর লুটিয়ে পড়ে মাথায় ধুলা নিক্ষেপ করতে করতে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসালাল্লাম আপনি আপনার রব থেকে যা কিছু শুনেছেন আমি আপনার নিকট থেকে তা শুনেছি। আমি আপনার নিকট থেকে এ আয়াত শরীফ শুনেছি-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَائُوْكَ فَاسْتَغفَرُوْ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْ اللّٰهَ تَوَّابًارَّحِيْمَا–

(তরজমা পূর্বে দেয়া হয়েছে)

অতঃপর ঐ ব্যক্তি বলেন- নিশ্চয় আমি আমার উপর অত্যাচার করেছি এবং আপনার নিকট এসেছি, আপনি আমার জন্য মাগফিরাত তলব করুন। তৎক্ষণাৎ রওজা মুবারক থেকে আওয়াজ আসল, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন'

(ওফাউল ওফা ১৩৬১ পৃষ্ঠা)

ভক্তগণের তপ্তনীরে
হাজার বছর ধরে,
সিক্ত আপনার দরবার
হে প্রিয় হাবিব আল্লাহর ।

(ইমাদ উদ্দিন)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসালাল্লামকে দাফন করার পর ফাতেমা যোহরা (রাঃ) আসলেন। তিনি রওজা মুবারকের নিকট দাঁড়ালেন। রওজা মুবারক থেকে কিছু মাটি চোখের উপর নিক্ষেপ করলেন এবং কেঁদে কেঁদে নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করলেন-

ماذا على من شم تربة احمد

ان لا يشم مدى الزمان غواليا

صبّت على مصائب لوا نها

صبّ على الايام عدن لياليا

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর শরীফের মাটির সুঘ্রান গ্রহণ করল,তার পক্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অন্য কোন সুগন্ধি দ্রব্যের সুঘ্রাণ গ্রহণ করার পয়োজন নেই।

আমার উপর এমন বিপদ, দুঃখ, ব্যাথা আপতিত হয়েছে যদি তা দিনগুলির উপর আপতিত হয় তবে রাত্রিতে রুপান্তরিত হয়ে যাবে।

(মাওয়াহিবুল্লেদুনিয়া ৩য় খন্ড,২৯৩ পৃষ্ঠা)

[সংকলক প্রণীত ' চল মুসাফির পাক মদিনায় ' নামক পুস্ড়ক থেকে উদ্ধৃত]

ইমাম আযমের যিয়ারতে ইমাম শাফী

(ইমাম ছিমওরী রচিত-আখবারে আবি-হানিফা ও আছহাবিহি
কিতাবের ভাষা আরবী)

আলী বিন মায়মুন বলেন-ইমাম শাফী বলেছেন," আমি প্রত্যেক দিন ইমাম আবু হানিফার কবর জিয়ারত করতাম (বাগদাদ অবস্থানকালে)। আমার কোন বিশেষ প্রোয়োজন দেখা দিলে দু'রাকাত নামায আদায় করে ইমাম আবু হানিফার কবর জিয়ারত করে আমার প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ তা'লার কাছে মোনাজাত করতাম। অল্প দিনের মধ্যে আমার উদ্দেশ্য সাধন হত। (আল্লাহ তা'আলা যেন সকল ইমামগণের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করেন।)

[সংকলক প্রণীত ' আদর্শ গল্প সংকলন' নামক পুস্ড়ক থেকে উদ্ধৃত]

বেহেশতের খেজুর গাছ

(তফসিরে ইবনে কছির, ৪র্থ খন্ড প্রণেতা ইমাদুদ্দিন ইবনে কছির (রঃ)
কিতাবের ভাষা আরবী)

হাবিবে খোদার শাক্রির নীড় মদীনার খেজুর বাগানের নয়ানাভিরাম দৃশ্য ভাবুক দর্শকের হৃদয়ে অতীত জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে। খেজুর বাগানের সাথে জড়িত আছে পবিত্র মদীনার অগণিত সুখ দুঃখের কাহিনী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে (মদিনা শরীফে) এক ব্যক্তির বাড়ীতে বহু খেজুর গাছ ছিল। তার একটি খেজুর গাছের কয়েকটি শাখা প্রতিবেশীর বাড়ীর উপর এলিয়ে পড়েছিল। যার বাড়ীর উপর গাছটি এলিয়ে পড়েছিল তিনি ছিলেন যারপর নাই গরীব। তার সত্রান-সত্রুতি ছিল অনেক। খেজুর পাড়ার জন্য গাছটির মালিক যখন গাছে আরোহন করতো তখন দু'একটি খেজুর গরীব প্রতিবেশীর আঙ্গিনায় পড়ত। গরীব বেচারার ছেলে মেয়েরা খেজুর গুলি হাতে তুলে নিত। গাছের মালিক গাছ থেকে নেমে এসে বাচ্চাদের হাত থেকে খেজুরগুলি ছিনিয়ে নিত। এমনকি খেজুর মুখে দিলে আঙ্গুল টুকিয়ে সেগুলি বের করে নিত।

অবশেষে গরীব বেচারা তার দুঃখপূর্ণ অভিযোগ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গাছের মালিকের সাথে দেখা করে বললেন "তোমার

যে খেজুর বৃক্ষটি অমুকের বাড়ীর উপর এলিয়ে পড়েছে, তা আমাকে দান কর। তার পরিবর্তে বেহেশতে তোমাকে একটি খেজুর গাছ দান করা হবে।"। বৃক্ষের মালিক উত্তর দিল," নিশ্চয় আমি দিতাম, কিন্তু গাছটির ফল আমার কাছে খুবই প্রিয়। আমার বহু খেজুর গাছ রয়েছে সত্য, কিন্তু এ গাছের ফল আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়।" উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন। জনৈক ছাহাবী আলোচনা চলাকালে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে অনুসরণ করলেন। তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলূল্লাহ! যদি আমি বৃক্ষটির মালিক হই এবং আপনাকে দান করি তবে জান্নাতের খেজুর বৃক্ষটি কি আমি পাব ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিলেন, "হ্যা" ছাহাবী তখন খেজুর গাছের মালিকের কাছে গিয়ে বললেন, গাছটি আমাকে দাও। গাছের মালিক উত্তর দিলেন তুমি জান গাছটির বদলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে জান্নাতের একটি গাছ দিতে চেয়েছিলেন। আমি উত্তর দিয়েছি গাছটি নিশ্চয় দিতাম কিন্তু গাছটির ফল আমার অতি প্রিয়।

তারপর ছাহাবী বললেন, গাছটি আমার কাছে বিক্রয় কর। বৃক্ষের মালিক উত্তর দিলেন, 'না' কারণ বিনিময়ে আমি যা চাইব তা তুমি দিতে পারবে না।
ছাহাবী তখন গাছটির মূল্য জানতে চাইলে বৃক্ষের মালিক উত্তর দিলেন, আমাকে একটি গাছের বদলে চল্লিশটি গাছ দিতে হবে। ছাহাবী বললেন "একটি গাছের বদলে চল্লিশটি গাছ! তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে উত্তর দিলেন, তাই হবে। আমি একটি গাছের পরিবর্তে চল্লিশটি গাছ দান করব।" সাক্ষী স্থলে লোক আহ্বান কর। সাক্ষীগণ উপস্থিত হলে ছাহাবী বললেন, আমি এই ব্যক্তির যে খেজুর গাছটি অমুকের বাড়ীর উপর এলিয়ে পড়েছে তা আমার চল্লিশটি গাছের বিনিময়ে গ্রহণ করলাম কথা পাকাপাকি হওয়ার পর বৃক্ষের মালিক বলল, চল্লিশটি গাছ এক জায়গায় হওয়া চাই।

ছাহাবী বললেন তাই হবে। তারপর সাক্ষীগণ বিনিময় কার্য সম্পন্ন করলেন। ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন"ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুকের বাড়ীর উপর এলিয়ে পড়া খেজুর গাছটি এখন আমার । গাছটি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন ঐ গরীবের বাড়ীতে গিয়ে বললেন খেজুর গাছটি এখন তোমার ও তোমার পরিবার বর্গের।

[সংকলক প্রণীত ' আদর্শ গল্প সংকলন' নামক পুস্ড়ক থেকে উদ্ধৃত]

মাতৃ অভিশাপ

(রুহ প্রণেতা ইমাম ইবনুল কাইঈমিল জওযিয়া,পৃষ্ঠা-১২০)

আবু কাজায়া বলেন আমরা বসরার পথে কোন এক জলাশয় বা কুপের নিকট রাত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে বার বার গাধার বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এক ব্যক্তি জীবদ্দশায় তার মায়ের কথা শুনে বলত, "তুমি তোমার গাধার আওয়াজ দিতে থাক" লোকটি মৃত্যুবরণ করার পর এখানে দাফন করার পর থেকে রাত্রিকালে তার কবর থেকে গাধার কণ্ঠস্বর শুনা যায়।

[সংকলক প্রণীত ' আদর্শ গল্প সংকলন' নামক পুস্ড়ক থেকে উদ্ধৃত]

রাহমাতাল্লিল আলামিনের মুবারক হাতের পরশ

(আখবারে আবি হানিফা ও আছহাবিহি। প্রণেতা কাজী হুছাইন বিন আলী, আমাম ছিময়রী, পৃষ্ঠা-৯০ কিতাবের ভাষা আরবী)

ইমাম আজম আবু হানিফার (রহ.) অন্যতম শিষ্য, খলিফা হারুনুর রশীদের আদালতের প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ বলেন- "আমার পিতামহ ছিলেন সা'দ। খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম মুবারক হাতখানা আমার পিতামহ সা'দের মাথায় বুলিয়ে দেন এবং তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন এ পবিত্র পরশ এখনও আমাদের মাথায় লেগে আছে।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন আমি ইমাম আবু হানিফার মজলিসে হাদিস, ফেকাহ্ শিক্ষা আরম্ভ করি। আমি ছিলাম গরীব। একদিন আবু হানিফা ছাহেবের মাহফিলে বসে আছি, এমন সময় আমার পিতা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে বললেন, প্রিয় বৎস! আবু হানিফা ছাহেবের খাদ্যের অভাব নেই অথচ তোমার জীবিকা অন্বেষণ করতেই হবে। এমতাবস্থায় আমি আবু হানিফা ছাহেবের মজলিসে অনুপস্থিত থাকি। আবু হানিফা আমার খোঁজ নিলেন। আমি তাঁর দরবারে আসলাম। আমাকে না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম আমার পিতার নির্দেশ পালন ও জীবিকা অন্বেষণ। অতঃপর বসে রইলাম। যখন আমি মজলিস থেকে চলে আসতে চাইলাম তখন ইশারা দিয়ে

কাছে নিয়ে গেলেন। আমি নিকটে গিয়ে বসলাম। আমার হাতে একটি থলে দিয়ে বললেন. 'মুদ্রাগুলি তোমার প্রয়োজনে ব্যয় কর'। আমি দেখলাম থলিতে রয়েছে একশত দিরহাম। অতঃপর আমাকে সম্বোধন করে বললেন মাহফিলে অবশ্যই আসবে। যখন দিরহাম শেষ হবে তখনই আমাকে বলবে।
আমি তারপর থেকে সব সময় মাহফিলে বসতাম। কিছুদিন পর আমাকে আরও একশত দিরহাম দিলেন। এমনিভাবে আমার দিরহাম শেষ হওয়ার পুর্বেই যেন তিনি বুঝতেন এবং আমাকে দিতেন।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন-আমি আবু হানিফার সাহচর্যে ১৭ বৎসর কাটাই। কোন সময়ই বিচ্ছিন্ন হইনি। এমনকি ঈদুল ফিতরে, ঈদুল আজহায় বা রুগ্ন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হইনি।

[সংকলক প্রণীত ' আদর্শ গল্প সংকলন' নামক পুস্ড়ক থেকে উদ্ধৃত]

মহাসত্য প্রকাশিত হল ইঞ্জিল বারনাবাস থেকে

বহু শতাব্দী গোপন অবস্থায় যে ইঞ্জিল পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছিল তা বের হয়ে এসেছে, সে ইঞ্জিলকে বলা হয় 'ইঞ্জিল বারনাবাস'। ইঞ্জিল বারনাবাস-এ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ২০টি এমন স্পষ্ট বাণী রয়েছে, যেগুলিতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখ করে তাঁর আগমন সংবাদ প্রদান করা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে। ঈমানকে সঞ্জীবিত করে এমন সব বাণী ইঞ্জিল বারনাবাস থেকে বের করার পূর্বে উক্ত বাণী সর্ম্পকে কিছু ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরী মনে করছি। বারনাবাস ছিলেন 'কবরস' এর বাসিন্দা। তাম নাম ছিল Joses, প্রথমে তিনি ইয়াহুদী ধর্মালম্বী ছিলেন। কিন্তু ঈসায়ী ধর্ম প্রচার ও প্রসারে তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। হাওয়ারীগণ তাঁকে 'বারনাবাস' নামে ডাকতেন। বারনাবাস শব্দের অর্থ প্রকাশ্যে উপদেশদানকারীর সত্রান। তিনি একজন সফলকাম প্রচারক ছিলেন। মানুষের দৃষ্টি ও অক্রঃকরণকে আকৃষ্ট করতে পারতেন।

ঈসায়ীরা মূলত ত্রিত্ববাদী ছিল না : প্রথম দিকে হযরত ঈসা (আঃ)- এর অনুসারীরা নিজেদেরকে ইয়াহুদী থেকে আলাদা কোন দল বলে ধারণা করতনা। তাদের স্বতন্ত্র কোন ইবাদত খানাও ছিল না। তবে ইয়াহুদীরা ওদেরে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। সকলেই ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর এক বিশিষ্ট

বান্দাহ্-মানুষ বলে জ্ঞান করত। তখনকার ঈসায়ীরা ইয়াহুদীদের চেয়েও শক্ত তৌহিদবাদী ছিল।

বিশ্বাসে পরিবর্তন : সেন্টপাল-ঈসায়ী ধর্মে দিক্ষীত হবার পর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। তুরতুসের অধিবাসী সেন্টপাল প্রথমে ইয়াহুদী ছিলেন। তিনি খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পরও তার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের মূল উৎস ইঞ্জিল অথবা ঈসা (আঃ)- এর উপদেশাবলী ছিল না। বরং তার ব্যক্তিগত চিক্রা ধারার উপর তিনি নির্ভর করতেন। তিনি দীর্ঘকাল রোমে অবস্থান করেন। ঈসায়ী ধর্মকে অংশীবাদের ভ্রাক্র আকিদা মোতাবিক রূপাক্ররিত করার চেষ্টা করেন। ইব্রাহিমী সুন্নাত ছিল খৎনা করার, তাও তিনি রহিত করেন। ঈসা (আঃ)- এর সহচরগণ তার নীতিমালা গ্রহণ করেন নাই। বারনাবাস সেন্টপাল থেকে আলাদা হয়ে যান। সেন্টপাল সমকালীন সরকারেরও সাহায্য লাভ করেন এবং জনসাধারণ যারা পূর্বে শিরকের মধ্যে লিপ্ত ছিল তারাও ওদের পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করে। ফলে বারনাবাস ও তার অনুসারীগণ দুর্বল হয়ে পড়েন। যদিও খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত যথেষ্ট লোক বারনাবাসের আকিদা মোতাবেক আল্লাহ তা'লাকে কারো পিতা জ্ঞান করত না। বরং আল্লাহকে সর্বশক্তিমান জ্ঞান করে তাঁর ইবাদত করত।

বিশ্প পাল ও লুসিয়ান : এ সময় আক্রাকিয়ার বিশ্প পালের আকিদা ছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ) খোদাও নন, খোদার পুত্রও নন বরং তার বান্দাহ্ ও রাসূল। আক্রাকিয়ার অন্য একজন বিশ্প যার নাম ছিল Lucian, তিনি খোদাভীতি ও জ্ঞান গরিমায় প্রখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনিও ত্রিত্ববাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বিকৃত ইঞ্জিলে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে যে কথাগুলি ছিল তা ইঞ্জিল হতে বের করে দেন। তাঁর ধারণা ছিল এগুলো পরে সংযোজন করা হয়েছে। তিনি ৩১২ খৃষ্টাব্দে শাহাদাত বরণ করেন।

এরিয়াস (Arius)

Locian এর প্রিয় শিষ্য Arius অতঃপর একত্ববাদের পতাকা উত্তোলন করেন। তাকে ধর্মশালার দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়, আবার পদচ্যুতও করা হয়। কিন্তু তিনি শক্তভাবে তার মিশন চালিয়ে যান। ফলে দলে দলে লোক তার অনুসরণ করে। Arius শির্কী আকিদাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং মানুষ দলে দলে তার দৃষ্ঠিভঙ্গী গ্রহণ করতে থাকে।

ইউরোপের ইতিহাস পরিবর্তন : ইতিমধ্যে এমন দুটি আশ্চর্য জনক ঘটনা সংগঠিত হল, যার ফলে ইউরোপের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হল। বাদশাহ কস্ড়নতিন ইউরোপের অধিকাংশ স্থানের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ না করেও ঈসায়ী ধর্মের সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মের বিবিধ দলের পরস্পর কলহ তাকে বিব্রত করে তুলল। শাহী হেরেমেও তার প্রভাব পড়ল। সম্রাটের বোন ছিলেন আমাদের আলোচিত Arius এর ভক্ত, যে Arius সঠিক তৌহিদের বাণী প্রচার করেছিলেন। অন্যদিকে রাণীমাতা ছিলেন সেন্টপালের আকিদায় বিশ্বাসী। সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল দেশে নিরাপত্তা বিধান করা এবং সমস্ড় মানুষকে একটি কলিসার অক্রর্ভূক্ত করা। Arius ও বিশ্প আলেকজান্ডারের দ্বন্দ্ব ক্রমে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছিল। সম্রাট ৩২৫ খৃষ্টাব্দে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য 'নিকিয়া' নামক স্থানে একটি সভা আহ্বান করলেন। দীর্ঘদিন একাধারে বৈঠক চলল। কিন্তু কোন সমাধানে পৌছা গেল না। শেষ পর্যন্ত Arius কে সম্রাট নির্বাসন দিলেন। Arius- এর নির্বাসনের পর একত্ববাদের স্থানে ত্রিত্ববাদ ঈসায়ী ধর্মের রূপ গ্রহণ করল। কলিসার অনুমোদিত ইঞ্জিল ছাড়া অন্য কোন ইঞ্জিল রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। অন্যান্য ইঞ্জিলগুলি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হল। বিবিধ ধরণের ২৭০ খানা ইঞ্জিল পুড়িয়ে ফেলা হয়। শাহজাদী কস্ড়নতিন এসব আচরণে মনক্ষুণ্ন হলেন। তার প্রচেষ্টায় ৩৪৬ খৃষ্টাব্দে Arius কে ফিরিয়ে আনা হল । তিনি বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে প্রবেশ করার সময় মৃত্যুবরণ করলেন। বাদশাহ মনে করলেন Arius কে হত্যা করা হয়েছে। আর এই সন্দেহে সিকন্দরিয়ার একজন বিশ্প ও অন্য আরও ২জন বিশ্পকে নির্বাসন দন্ড দিলেন এবং সম্রাট নিজে Arius- এর একজন বিখ্যাত শিষ্য বিশ্পের হাতে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ফলে ঈসায়ী ধর্ম রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করল।

৩৫৯ খৃষ্টাব্দে Sent Jerome লিখেন যে Arius এর মতবাদ সমস্ড় দেশবাসী গ্রহণ করেছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় কালের পোপ Honorious - এর বিশ্বাস ছিল Arius এর অনুরূপ। তিনি ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

আবার উঠল ত্রিত্ববাদের ঢেউ :

৬৮০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ত্রিত্ববাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কস্তুন্তুনিয়ায় আবার বৈঠক হল। উক্ত বৈঠকে- Honorious এর মতবাদ পরিত্যক্ত ও বর্জন যোগ্য বলে ঘোষণা করা হল।
যদিও বর্তমানে বিশ্বের খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদকে একটি মূল বুনিয়াদী বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন; তথাপি এমন অনেক লোক আছেন যারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, অথচ তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করেন না।

প্রসঙ্গ ঃ বারনাবাসের ইঞ্জিল

আমাদের পূর্ব আলোচিত বারনাবাসের ইঞ্জিল ৩২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য কিতাব হিসাবে স্বীকৃত ছিল। Iranaeus যখন সেন্টপালের অংশীবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন, তখন তিনি ইঞ্জিল বারনাবাস থেকে বহু উদ্ধৃতি পেশ করেন। তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইঞ্জিল বারনাবাসকে ২য় শতাব্দী পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করা হত।

প্রকাশ থাকে যে, ৩২৫ খৃষ্টাব্দে 'নিকিয়া' নামক স্থানে যে কনফারেন্স হয়, সে কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, হিব্রু ভাষায় রচিত ইঞ্জিলগুলি বিনষ্ট করে দেয়া হবে। যার নিকট এ কিতাবটি পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা হবে।

সত্য ইঞ্জিল আশ্চর্যজনকভাবে সংরক্ষিত হল :

৩৮৩ খৃষ্টাব্দে পোপ ইঞ্জিল বারনাবাসের একটি কপি স্বীয় প্রাইভেট লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করে রাখলেন। এ দিকে জীনু সম্রাটের রাজত্বের ৪র্থ সনে বারনাবাসের কবর খনন করা হলে বারনাবাসের নিজ হাতে লিখিত একখানা ইঞ্জিল তার বুকের উপর অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল। এদিকে পোপ Siritus এর বন্ধু ছিলেন, যার নাম ছিল Framarino। তিনি পোপের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সে কপি পেলেন। এ কপিটি ফ্রাকো- এর নিকট ছিল। ফ্রাকো এ কপিটির প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কেননা তিনি Iranius – এর লেখনির মধ্যে ইঞ্জিল বারনাবাসের বহু উদ্ধৃতি দেখেছিলেন। ইটালি ভাষায় ভাষান্তরিত এ পান্ডুলিপি হাত বদল হয়ে শেষ পর্যন্ত Amsterdam এর এক সুখ্যাত ব্যক্তির নিকট পৌছে।

সেখান থেকে পুরেশিয়া-এর সম্রাটের উপদেষ্টা, জে এফ, ক্রিমার -এর হাতে আসে। তার নিকট থেকে জ্ঞান পিপাসু সেবওয়েহ'-এর শাহজাদা Eugene ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে তা লাভ করেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাদার সম্পূর্ণ লাইব্রেরী ভিয়েনায় স্থানান্তরিত করা হলে সাথে এ কপিটিও স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে কপিটি সংরক্ষিত আছে।
Miscellan Eousworks তাঁর রচিত Toland পুস্তকের ১ম অধ্যায়ের ৩৮০ পৃষ্টায় উল্লেখ করেছেন যে, বারনাবাসের হস্তলিখিত পান্ডুলিপি এখনো সংরক্ষিত আছে। Toland -এর পুস্তকটি তার মৃত্যুর পর ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করা হয়েছিল। উক্ত পুস্তকের পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৪৯৬ খৃষ্টাব্দে এক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে যে সকল পুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, এর মধ্যে ইঞ্জিল বারনাবাস একটি। তার পূর্বে ৪৬৫ খৃষ্টাব্দে Pope Invecent অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। ৩৮২ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য কলিসা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে, Mr ও Mrs Ragg ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত একটি কপি থেকে ইংরেজী অনুবাদ করেন। 'অক্সফোর্ডের ক্লিরান্ডন' প্রেস পুস্তকটি ছাপা করে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তা প্রকাশ করে। পুস্তকটির ইংরেজী সংস্করণ বের হওয়ার পর সমুদয় কপি বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। মাত্র দুটি কপি সংরিক্ষত থাকে। একটি বৃটিশ মিউজিয়ামে, অপরটি ওয়াশিংটন কংগ্রেস লাইব্রেরীতে। ওয়াশিংটন কংগ্রেস লাইব্রেরী থেকে মাইক্রোফিল্মের মাধ্যমে সংগ্রহ করা ইংরেজী অনুবাদ কপি থেকে এখানে উদ্ধৃতি পেশ করা হল।

সত্য প্রকাশে ইঞ্জিল বারনাবাস :

বারনাবাস সর্ম্পকে বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করলাম এজন্য যে, কোন কোন খৃষ্টান মহলে এমন একটি অপবাদ রটনা করা হয়েছে যে, ইঞ্জিল বারনাবাসের রচয়িতা এমন কোন ব্যক্তি হবেন। যিনি খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে ইঞ্জিল রচনা করেছেন। এ ভ্রান্ত অপবাদ খন্ডনের জন্য বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের কয়েকশত বছর পূর্বে কলিসায় পুস্তকটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং কিতাবখানা যে রাখবে তাকে হত্যাযোগ্য অপরাধী বিবেচনা করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন সর্ম্পকে বহু শুভ সংবাদ ছিল পুস্তকখানায়। ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বাণী ছিল;। তৌহিদের পক্ষে বিবিধ দলিল

ছিল। ঈসা (আঃ)-এর উক্তি ছিল, তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি খোদাও নন, খোদার ছেলেও নন বরং খোদার বান্দাহ্ ও রাসূল।
বারনাবাস স্বীয় রাসূলের শিক্ষা সমূহ হ্রাস-বৃদ্ধি না করেই বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর শানে হযরত ঈসা (আঃ) একবার নয় বারবার যে সকল সুসংবাদ প্রদান করেছেন এর সবই ইহার মধ্যে উল্লেখিত একটি অলৌকিক বিষয়। এ সকল সুসংবাদের মধ্য হতে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল। পাঠকবর্গ তা পাঠ করুন এবং ঈমানকে সঞ্জীবিত করুন।

ইঞ্জিল বারনাবাসের ১৭ অধ্যায়ে আছে-

``BUT AFTER ME SHALL COME THE SPLENDOUR OF ALL THE PROPHETS AND HOLY ONES, AND SHALL SHED LIGHT UPON THE DARKNESS OF ALL THAT THE PROPHETS HAVE SAID BECAUSE HE IS THE MESSENGER OF GOD"

"কিন্তু আমার পর সকল নবী ও পবিত্র আত্মার জন্য আলোক প্রদানকারী আসবেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণ যে কথাগুলি বলেছেন তার উপর আলোচনা করবেন, কেননা তিনি আল্লাহর রাসূল।"

ইঞ্জিল বারনাবাসের ৪২ অধ্যায়ে আছে-

FOR I AM NOT WORTHY TO UNLOOSE THE TIES OF THE HOSEN OR THE LATCHETS OF THE SHOES OF THE MESSENGER OF GOD WHOM YE CALL"MESSIAH" WHO WAS MADE BEFORE ME. AND SHALL COME AFTER ME. AND SHALL BRING THE WORDS OF TRUTH. SO THAT HIS FAITH SHALL HAVE NO END.

"যে ব্যক্তির আগমন সম্পর্কে তোমরা আলোচনা করছ, আমি তো সে আল্লাহর রাসূলের জুতার ফিতা খুলে দেবার যোগ্য নই। যাঁকে তোমরা মসীহ বলে থাকো তাঁর সৃষ্টি আমার পূর্বে হয়েছে এবং আগমন করবেন আমার পরে। তিনি সত্যের বাণী নিয়ে আসবেন, তাঁর দ্বীনের কোন সীমানা নেই।"

ইঞ্জিল বারনাবাসের ৮২ অধ্যায়ে আছে-

"I AM INDEED SENT TO THE HOUSE OF ISRAEL AS A PROPHET OF SALVATION. BUT AFTER ME SHALL COME THE MESSIAH SENT OF GOD TO THE ENTIRE WORLD. FOR WHOM GOD HATH MADE THE WORLD AND THEN THROUGH ALL THE WORLD WILL GOD BE WORSHIPPED. AND MERCY RECEIVED."

"হযরত ঈসা (আঃ) বলেনঃ নিঃসন্দেহে আমাকে শুধু নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে বনী ইসরাইলের পরিবারের মুক্তির উদ্দেশ্যে। আমার পর মসীহ আসবেন। যাঁকে আল্লাহ তায়ালা সমস্ড় পৃথিবীর জন্য আবির্ভূত করবেন। তাঁরই জন্য আল্লাহ তা'লা সমস্ড় আলমকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় সমস্ড় পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা হবে। আল্লাহর রহমত লাভ করবে"। (ইঞ্জিল বারনাবাস অধ্যায় ৮২)

তারপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকেরা আপনাকে আল্লাহ ও আল্লাহর ছেলে বলে আখ্যায়িত করায় আপনি বিচলিত। রোমের গভর্ণর আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছেন যে, আমরা রোম সম্রাটের নিকট হতে এমন একটি ফরমান জারী করব, যে ফরমানে আপনার সর্ম্পকে এমন উক্তি করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। তদুত্তরে তিনি বলেন, তোমাদের এসব কথা দ্বারা আমি সন্তুষ্ট নই।

"BUT MY CONSOLATION IS IN THE COMING OF MESSENGER-WHO SHALL

DESTROY EVERY FALSE OPINION OF ME. AND HIS FAITH SHALL SPREAD AND SHALL TAKE HOLD OF THE WHOLE WORLD. FOR SO HATH GOD PROMISED TO ABRAHAM OUR FATHER."

"আমার শাক্রিতো সে রাসূলের শুভাগমনের মধ্যেই। যিনি আমার সম্পর্কে প্রচারিত সব বাতিল উক্তিগুলো খন্ডন করবেন। তাঁর দ্বীন বিস্তৃতি লাভ করবে এবং সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'লা আমার পিতা ইব্রাহীমের সাথেও অনুরূপ ওয়াদা করেছেন।"

এরপর প্রশ্ন করা হলঃ এ রাসূলের পর আর কোন নবী আসবেন কি ? উত্তরে বললেন-

"THERE SHALL NOT COME AFTER HIM TRUE PROPHETS SENT BY GOD, BUT THERE SHALL COME A GREAT NUMBER OF FALSE PROPHETS, WHERE AT I SORROW-FOR SATAN SHALL RAISE THEM UP."

"তারপর আল্লাহ কতৃক প্রেরিত কোন সত্য নবী আর আসবেন না। তবে বহু মিথ্যা নবী আসবে, যাদের শয়তান দাঁড় করাবে"

তারপর প্রশ্ন করা হল: মসীহার নাম কি হবে ? কোন লক্ষণ দ্বারা তাঁর আগমন সর্ম্পকে অবগত হতে পারব ? তদুত্তরে তিনি বলেন-

"THE NAME OF THE MESSIAH IS ADMIRABLE, FOR GOD HIMSELF GAVE HIM THE NAME WHEN HAD CREATED

HIS SOUL, AND PLACED IT IN CELESETIAL SPLENDOUR. GOD SAID: "WAII MOHAMMED FOR THY SAKE I WILL TO CREATE PARADISE, THE WORLD AND A GREAT MULTITUDE OF CREATURES."

....I SHALL SEND THEE IMTO THE WORLD I SHALL SEND THEE AS MY MESSENGER OF SALVATION AND THY WORD SHALL BE TRUE, IN SO MUCH THAT HEAVEN AND EARTH SHALL FAIL, BUT THY FAITH SHALL NEVER FAIL."

`` MUHAMMAD IS HIS BLESSED NAME".

"মসীহার নাম প্রশংসাযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর আত্মাকে সৃষ্টি করলেন এবং আকাশের আলোকের মধ্যে রাখলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নাম রাখলেন। আল্লাহ বললেন ঃ মুহাম্মদ (সঃ)! অপেক্ষা কর আমি তোমার জন্য জান্নাত সৃষ্টি করেছি, অগনিত মখলুকাত সৃষ্টি করেছি। আমি যখন তোমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করব, তখন মুক্তিদাতা রাসূল হিসাবে সৃষ্টি করব। আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে কিন্তু তোমার দ্বীন কখনো ধ্বংস হবে না। তাঁর সম্মানীত নাম মুহাম্মদ।"

এরপর শ্রোতামন্ডলী এই বক্তব্য শুনে ফরিয়াদ করলেন-

"O GOD SEND US THY MESSENGER-O MOHAMMED, COME QUICKLY FOR THE SALVATION OF THE WORLD."

"হে খোদা! আপনার রাসূলকে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়ার মুক্তির উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি তশরীফ নিয়ে আসুন।"

(ইঞ্জিল বারনাবাস ঃ অধ্যায় ঃ ৯৭)

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর হাওয়ারীকে শেষ অবস্থা সম্পর্কে এভাবে অবগত করেন ।

"আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হবে সামান্য অর্থের বিনিময়ে। আমার এক হাওয়ারী আমাকে বন্দী করবে। কিন্তু ওরা আমাকে ফাঁসি দিতে পারবে না। আল্লাহ আমাকে জমীন থেকে উঠিয়ে নেবেন। যে আমার বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনা করবে তাকে আমার পরিবর্তে শুলিবিদ্ধ করা হবে।"

I SHALL ABIDE IN THAT DISHONOUR FOR A LONG TIME IN THE WORLD. BUT WHEN MOHAMMED SHALL COME. THE SACRED MESSENGER OF GOD. THAT INFAMI SHALL BE TAKEN AWAY-AND THIS SHALL GOD DO. BECAUSE I HAVE CONFESSED THE TRUTH OF THE MESSIAH, WHO SHALL GIVE ME THIS REWARD, THAT I SHALL BE KNOWN TO BE ALIVE AND TO BE A STRANGER TO THAT DEATH OF INFAMI.

"দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ আমার দুর্নাম রটনা করবে। কিন্তু যখন আল্লাহর পবিত্র রাসূল মুহাম্মদ (সা.) আসবেন, আমার সে দুর্নাম রটনা শেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তাই করবেন। কেননা আমি মসীহার সত্যবাদীতার স্বীকৃতি দান করি। আমি যে জীবিত তা লোকে জানতে পারবে এবং তারা জানতে পারবে যে, এ লাঞ্ছনাময় মৃত্যুর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

(ইঞ্জিল বারনাবাস, অধ্যায় ১১২)

ঈসা (আঃ) বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কারভাবে বলেছেন তিনি যে সম্মানিত নবীর শুভ সংবাদ দান করলেন, তিনি ইসমাঈল (আঃ) এর বংশেই আসবেন।

এখন একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়, যাঁর সম্পর্কে ঈসা (আঃ) এসব সুসংবাদ প্রদান করেছেন তিনি কি'গোলাম আহমদ' নামক কোন ব্যক্তি ? এ বিষয়ে এতটুকু চিত্রা করাই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তির নাম আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর গোলাম। তাঁর

নাম থেকে যদি 'আবদ অর্থাৎ গোলাম শব্দ বাদ দিয়ে তাকে 'আল্লাহ' নামে আখ্যায়িত করা যায় না, তবে 'গোলাম আহমদের' গোলাম বাদ দিয়ে ঐ ব্যক্তিকেও আহমদ নামে আখ্যায়িত করা যাবে না। কারণ তার নামের অর্থ হল 'আহমদের গোলাম'। আহমদের গোলাম কি 'আহমদ' হতে পারে ?

[সংকলক অনুদিত " জাস্টিস পীর করমশাহ আল আজহারী (র.)-এর ضياء النبى صلى الله عليه وسلم হইতে উদ্ধৃত]

طبّ نبوى اورجديد سائنس মধুর উপকারীতা

(উর্দূ কিতাব থেকে অনুদিত)

মধু সহজে নষ্ট হয় না ঃ- মিশরের প্রাচীন সমাধিগুলিতে পাঁচ হাজার বছর পর এমন কয়েকটি পাত্র আবিষ্কৃত হয় যেগুলিতে মধু রাখা হয়েছিল। দেখা যায় পাঁচ হাজার বছর কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু মধু নষ্ট হয়নি। কেবল মাত্র মধুর রং কালো বর্ণ ধারণ করেছে।

মধু জীবাণু নষ্ট করে : Nordiske Propolis নামক একটি ঔষধ জার্মানীতে প্রস্তুত করা হয়েছে। ঔষধটি টেবলেট,পানীয় ও মলম বিবিধ আকারে বার্লিনের Sanhelias কোম্পানী নিরিক্ষণ করে বের করেছে।

বিশেষজ্ঞগণ নিরিক্ষণ করে অবগত হয়েছেন যে, মধুর মধ্যে জীবানু নাষক Propils নামক উপাদান রয়েছে। ল্যাবরেটারীর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ইহা পুঁজ ও জ্বালাতন সৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস করে। আমেরিকায় প্রফেসর স্টোয়াট জ্বালা-পোড়া করে এমন জ্বর ও পুঁজ সৃষ্টিকারী বিবিধ ধরণের জীবাণুর উপর মধু ঢেলে দেন। দেখা গেল জীবাণুদের মধ্যে কোন ধরণের জীবাণু জীবিত থাকে নাই।

[সংকলক প্রণীত ' কদুর উপকারীতা' নামক পুস্ড়ক থেকে উদ্ধৃত]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) সর্ম্পকে কিছু কথা

ইমাম বুখারী (র.)-এর জীবনীর শেষাংশে ইমাম আযম আবূ হানিফা (র.) সর্ম্পকে আমার লিখিত একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করলাম। আমি অধমের পক্ষে ইমামুল মুসলিমীন, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) সর্ম্পকে জ্ঞানগর্ভ তথ্য বহুল প্রবন্ধ রচনা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয় তবে দালিলিক প্রমাণ রয়েছে যে,

ওলীগণ সর্ম্পকে আলোচনাকালে রহমান রহীম আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার উপর রহমত নাযিল করেন।

عِنْدَ ذكر اولياء الله تنزل الرحمة-

আল্লাহ তা'আলা যেন রাহমাতুল্লিল আলামীনের অছিলায় লেখক, পাঠক ও শ্রোতার উপর রহমত নাযিল করেন। তাছাড়া-

شنيدم كه در روز اميد وبيم – بدان رابنيكا بجشد كريم–

আশা নিরাশার দারুন সংকটে হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা অনেক পাপীকে নেক বান্দাগণের ওসীলায় ক্ষমা করে দিবেন। আমাদের বিশ্বাস ইমাম আবূ হানীফা (র.) সে সকল নেক বান্দাদের মধ্যে একজন । ইমাম আবূ হানীফা ছিলেন তাবিঈ। তাবিঈ বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি ঈমানের সাথে কোন ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং মৃত্যুবরণও করেছেন ঈমানের সাথে।

আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইমাম ছাহেবের সময়ে চারজন বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ছাহাবী বর্তমান ছিলেন। আমার (লেখকের) মাননীয় উস্ড়াদ মরহুম মাওলানা সৈয়দ আমীমুল ইহছান (র.) (সাবেক ছদরুল মুদাররিছীন সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা) তৎপ্রণীত قواعد الفقه কিতাবের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন। প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করলাম-

ولد الامام اعظم رح سنة ثمانين– كان فى زمنه اربعة من الصحابة منهم انس بن مالك رض قد صح لقاء الامام به رضى الله عنه فامتاز بهذا الوصف من بين اقرانه من مجتهدى عصره وصارتابعيا–

ইমাম আযম রাদিয়াল্লাহু আন্হু ৮০ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। চার জন ছাহাবী তাঁর সময়ে বর্তমান ছিলেন। চার জনের মধ্যে একজন হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) । আনাস বিন মালিকের সাথে ইমাম ছাহেবের যে সাক্ষাৎ হয়েছিল তা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। উক্ত গুনে (অর্থাৎ ছাহাবীর সাহচর্য লাভ

করার ফলে) তিনি সমসাময়িক মুজতাহিদগণের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন এবং তাবিঈ আখ্যায়িত হন।

আলকাওয়াইদুল ফিকহ, পৃষ্ঠা-৪)।

ক্বাদী আবূ আব্দিল্লাহ হুসাইন বিন আলী আছছিময়ারী (র.) (মুত্যু সন- ৪৩৬ হিজরী) আখবারে আবূ হানীফা ও আছহাবিহি কিতাবের **من لقى ابو حنيفة من الصحابة** অধ্যায়ে বিশুদ্ধ সনদ মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন ঃ

حدثنا هلال قال حدثنا ابى ابوعبيد الله قال ثنا محمد بن حمدان قال ثنا احمد بن الصلت عن بشير بن الوليد عن ابى يوسف عن ابى حنيفة قال سمعت انس ابن مالك يقول سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله–

(বিস্ড়ারিত সনদের তরজমা না করে মূল হাদীছের তরজমা পেশ করলাম)

আবূ হানীফা বলেন, আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, উত্তম পথের দিশারী উত্তম কর্ম সম্পাদনকারীর মত (আখবারে আবূ হানীফা ও আছহাবিহি, পৃষ্ঠা-৪)। কাদী আবূ আব্দিল্লাহ হুসাইন বিন আলী আছ ছিমইয়ারী সনদ মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফার সমসাময়িক উলামায়ে কিরাম অভিমত পোষণ করতেন যে, তাশাহহুদ ও সালামের পর সিজদা-য়ে ছাহু দিতে হয়।

ইমাম আবূ হানীফা বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বলেন বিষয়টি তাই অর্থাৎ উলামাগণের অভিমত ঠিক আছে (আখবারে আবূ হানীফা, পৃষ্ঠা- ৫)। উপরোক্ত উভয় রেওয়ায়াত দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আনাস (রা.) এর সাথে আমাদের ইমাম ছাহেবের বার বার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে ৯৬ হিজরী সনে হজ্জ করতে যাই। তখন আমার বয়স ছিল ১৬ (ষোল) বছর। একদিন একজন শায়খ (মাননীয় বুযুর্গ ব্যক্তি) এর

নিকট লোকের ভিড় দেখে পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তিনি বললেন, এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি আব্দুল্লাহ বিন হারিছ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম তার নিকট কী রয়েছে? পিতা বললেন হাদিস রয়েছে, যে হাদিসগুলি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছেন। তখন আমি পিতাকে বললাম আমাকে নিয়ে ঐ দিকে অগ্রসর হন যেন আমি শুনতে পারি। পিতা আমার অগ্রভাগে চললেন এবং মানুষের ভিড়ের মধ্যে আমার পথ করে দিলেন অবশেষে আমি তাঁর (সাহাবীর) নিকট পৌঁছলাম। পৌঁছে শুনলাম তিনি বলতেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে তার রিযিক দানের জন্য ও পরিশানী দূর করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালাই যথেষ্ট, যা তার ধারণার বাইরে। উক্ত ঘটনা আখবারে আবু হানীফা কিতাবে ইমাম ছিময়ারী (রহ.) পর্যন্ত নিম্নরুপ সনদ মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

حدثنا ابو بكر هلال بن محمد بن محمد بن اخى هلال الرائى قال حدثنا ابى ابو عبيد الله محمد محمد قال حدثنا محمد بن حمد ان الطيالسى قال حدثنا احمد بن الصلت قال حدثنا محمد بن ساعد عن ابى يوسف عن ابى حنيفة انه قال حججت مع ابى الخ–

ইমাম ইবনে কাছির (র.) বলেন-

انه ادرك عصر الصحابة ورای انس بن مالك وقيل غيره وذكر بعضهم انه روى عن سبعة من الصحابة والله اعلم–

ইমাম আবু হানীফা (র.) ছাহাবাগণের যুগ পেয়েছিলেন এবং হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তাছাড়া বর্ণিত আছে যে, তিনি অন্য কয়েকজন ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। অনেকের বর্ণনা মতে তিনি সাতজন ছাহাবী থেকে হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন।

(আল বেদায়া ওয়ান্নিহায়া-দশম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৭)

ইমাম ইবনে কাছির (রহ.)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ইমাম ছাহেব হযরত আনাস (রা.) ছাড়া অন্যান্য ছাহাবী থেকেও হাদিস রেওয়ায়াত করেছিলেন।

ইবনে খাল্লিকান (রা.) বর্ণনা করেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর পৌত্র ইসমাঈল বর্ণনা করেছেন, ইসমাঈল বলেন, ইমাম আবু হানীফার পিতা ছাবিত বাল্য বয়সে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে উপস্থিত হন। হযরত আলী (রা.) তার জন্য ও তার পরবর্তী বংশধরের জন্য দু'আ করেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর পৌত্র বলেন আমি আশা করি যে, হযরত আলী (রা.)-এর দু'আ আমাদের উপর আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করেছেন ।

(ওফিয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিক্বান-৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪০৬)।

[সংকলক প্রণীত ' ইমাম বুখারী (রহ.)' নামক পুস্ড়ক থেকে উদ্ধৃত]

অন্তিম ইচ্ছা

হাবিবে খোদার প্রিয় সহচর
ছাহাবীগণের প্রাণের দোসর
ছুরিকাহত হযরত ওমর
মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বড় আশা লয়ে মনে।
বললেন ডেকে ছেলে আব্দুল্লারে
প্রিয় বৎস তুমি যাও তরা করে
উম্মুল মুমিনীন আয়শার ঘরে
আমার ছালাম পেশ করে কর নিবেদন।
হাবিবে খোদার রওজা যেখানে
একটি কবরের স্থানকি সেখানে
দিবেন আমাকে তিনি খুশি মনে
পৌঁছে দিতে পিতার অক্রিম আরমান।
চলেন আব্দুল্লাহ তাড়াতাড়ি করে
হযরত আয়শার দরবারে
বালুর উপর চাটাই পাতা ঘরে
রক্তাত অপেক্ষারত ওমর পরিশান।
উম্মুল মুমিনীন দয়ার সাগর
বলেন আব্দুল্লারে ইচ্ছা ছিল মোর
সেখানেতে হবে আমার কবর
খুশি মনে আমি তাই করিলাম কুরবান।
আব্দুল্লাহ যবে ফিরিলেন ঘরে
হযরত ওমর শুধালেন তারে
কি খবর লয়ে এসেছ ফিরে
মিলনের আশে কাঁদে ওমরের প্রাণ
উম্মুল মুমিনীনের পয়গাম খানি

পিতাকে যখন শুনালেন তিনি
দূর হয়ে গেল যত ছিল গ-ানি
বলেন ওমর লাশখানা নিয়ে রাখিও বহির্দ্বারে।
উম্মুল মুমিনীন যদি তোমাদেরে
দেন অনুমতি দাফনের তরে
নিয়ে যাও মোরে সেই সে কবরে।
না হয় সাধারণ গোরে রাখিও কবরে।
রাখিবে কেমনে দয়াময় তারে
চোখের আড়ালে দূরে কোন গোরে
প্রাণ প্রিয় হতে বিচ্ছিন্ন করে
দেহ আর প্রাণ মিলিল দোহায় সুন্দর ধরা তলে।
কবর, হাশর , হাওজে কাওছর
দেখি সবখানে হযরত ওমর
রয়েছেন সাথে সিদ্দিক আকবর
অপরূপ আলো জ্বলছে সদায় সবুজ মিনার তলে।

[সংকলক রচিত ' সাধরণ কবিতা ' নামক পুস্তক হইতে একটি কবিতা]